"এবং নামাজ কায়েম রাখ ও জাকাত দাও এবং যারা রুকু করে, তাদের সাথে রুকু করো"।—আল' কোরআন (কানজুল ঈমান)

রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—নামাজ জান্নাতের কুঞ্জি এবং নামাজের কুঞ্জি পবিত্রতা। মুসলীম শরীফ

সুন্নী হানাফী

নামাজ শিক্ষা

Sunniduniya. in

প্রণেতা

মুফতি মহম্মদ জুবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী রেজবী

মুদার্‌রেস ঃ ফুরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা

পোঃ- নশীপুর বালাগাছি ঃ থানাঃ রানীতলা ঃ জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ

মোবাইল নং- ৯৫৬৪৫০০৭৩০

খুচরা ও পাইকাড়ী বিক্রয়কেন্দ্র

সাঈদ বুক ডিপো

মোঃ সাঈদুর রহমান আশরাফী

কালিয়াচক (নিউ মার্কেট) রুম নং-৫০, মালদহ

মোবাইল নং—9933494670

PDF BY. Md. Nekbor Ali

Scanned by CamScanner

–ঃ সূচীপত্র ঃ–

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহতায়ালা,	১	ওজু,	১১
নবী ও রাসুল	১	তাইয়াম্মুম,	১৫
পবিত্র কোরআন	২	জায়নামাজেদাঁড়ানোদোয়া,	১৬
হাদীসে পাক	২	সানা,	১৬
ফেকাহ	২	তাউজ,	১৭
ফরজ	২	তাসমিয়াহ্,	১৭
ওয়াজিব	৩	আত্তাহিয়্যাতু,	১৮
সুন্নাত	৩	দরুদ, শরীফ,	১৯
হারাম	৩	দোআ মাসুরা,	২০
বেদাত,	৪	মোনাজাত,	২১
ঈমান,	৫	আয়তুল কুরসী,	২১
কলেমা,	৫	সূরা সমূহ,	২২
ঈমানে মুজমাল,	৭	মসজিদে প্রবেশের দোয়া	৩১
ঈমানে মোফাসসাল,	৮	মসজিদ হতে বের হবার	
নামাজ,	৯	দোয়া,	৩১
পবিত্রতা,	৯	আযান	৩২
পানি,	১০	আযানের দোয়া,	৩৩
গোসল,	১০	স্বালত পাঠ,	৩৪
গোসলের ১০টি		ইক্কামত,	৩৫
সুন্নত,	১০	নামাজের সময়,	৩৬

Sunniduniya. in

Scanned by CamScanner

বিষয়	পৃষ্ঠা
নামাজের নিষিদ্ধ সময়	৩৮
নামাজের নিয়ত	৩৮
দোয়া কুনুত	৪৬
নামাজ পড়ার নিয়ম	৪৮
নামাজে মহিলাদের নিয়মাবলী	৫১
নামাজের ফরজ সমূহ	৫২
নামাজ ভঙ্গ হওয়ার কারণ সমূহ	৫৩
যে যে কারণে নামাজ ভঙ্গ করতে পারে	৫৫
জামায়াত ও ইমাম	৫৬
নামাজের পর জিকর ও দোয়া	৫৭
দরুদ শরীফ	৫৮
জুময়ার নামাজ	৫৯
তারাবীহ নামাজ	৬৪
রোজার বিবরণ	৬৮
এতেকাফ	৭০
সাদকায়ে ফিতর	৭১
৫ দিন রোজা রাখা হারাম	৭২
ঈদুল ফিতর নামাজের বিবরণ	৭২
ঈদুল আযহার নামাজের বিবরণ	৭৪
তাকবীরে তাশরীক	৭৫
কোরবানী	৭৫
মহিলাদের ঈদ ও বকরাঈদের নামাজ	৭৭
আকিকা	৭৭
মাসবুকের নামাজ	৮০
জানাজার নামাজ	৮১
মাটি দেওয়ার দোয়া	৮৪
কবর জিয়ারতের নিয়ম	৮৬
ইসালে সওয়াব	৮৬
কাজা নামাজ	৮৭
তাহাজ্জুদ নামাজ	৮৮

Sunniduniya .in

Scanned by CamScanner

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইশরাকের নামাজ	৮৮
চাশতের নামাজ	৮৮
সফরের নামাজ	৮৯
আওয়াবীন নামাজ	৮৯
ইস্তেষ্কার নামাজ	৯০
খসুফ নামাজ	৯১
তোবার নামাজ	৯১
পীড়িত ব্যক্তির নামাজ	৯২
শবেবরাতের নামাজ	৯২
শবেকদরের নামাজ	৯৩
মুসাফিরের নামাজ	৯৪
জাকাত	৯৫
জাকাতের হকদার	৯৬
মদিনা শরীফের হাজিরী	৯৮
ফাতিহা শরীফ পড়ার নিয়ম	১০০
সালাম	১০১

Sunniduniya. in

Scanned by CamScanner

আল্লাহ্ এর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু ও করুনাময়

আল্লাহতায়ালা

আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। পাক পবিত্র। উদাহারণহীন। সমস্ত রকমের পূর্ণতা ও প্রশংসার অধিকারী। কেউ কোন বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ বা অংশীদার নাই। তিনি তাঁর পূর্ণ গুনাবলীর সহকারে সর্বদা আছেন এবং থাকবেন। তিনি ছাড়া যা কিছু সবই তাঁরই সৃষ্টি। তাঁর কোন সন্তান নাই বা তিনি কারো সন্তান নন ইহা হতে তিনি পবিত্র। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সমস্ত বিষয়ে তিনি জ্ঞাত। কোন বিষয় তাঁর জ্ঞানের বাইরে নন। তিনি স্রষ্ঠা তিনিই ধংসকারী। যিনি অনাদী অনন্ত সর্ব শক্তিমান। কিয়ামতের দিনের ভাল মন্দের তিনিই বিচারক।

নবী ও রসুল ঃ- আল্লাহ তায়ালা মানুষের মুক্তি ও সৎ পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে সর্ব গুন সম্পন্ন নবী ও রসুলগণকে পেরণ করেছেন। সমস্ত নবীগণ গোনাহ হতে পাক ও পবিত্র। নবীগণকে সত্য প্রকাশের জন্য যে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, ইহাই মোযেজা। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সহিফা ও আসমানী কেতাব প্রদান করেছেন। সর্ব প্রথম নবী হযরত আদম আলায়হিস সালাম এবং সর্ব শেষ ও সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

Sumiduniya.in

Scanned by CamScanner

তিনি ছায়াহীন, উদাহারণ হীন, গায়িবের সংবাদদাতা হাক্কি নাযির নবী। তিনি বিশ্ব নবী হিসাবে শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং মহান আল্লাহর বানী মানুষকে শুনিয়েছেন।

পবিত্র কোরআন ঃ—আল্লাহ আমাদের নবী মহম্মদূর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি কেতাব অবতীর্ণ যে করেছেন তার পবিত্র নাম কোরআন। ইহা এমন এক উদাহারণ হীন কেতাব যা সমগ্র সৃষ্টি চেষ্টা করেও তৈরী করতে পারবে না। যার মধ্যে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান বিদ্যমান। ইহা আল্লাহর কেতাব ও কালাম। ইহার সমকক্ষ কোন কেতাব নাই। ইহা চিরস্থায়ী। ইহাকে ধবংশ করার ক্ষমতা কারো নাই বা পরিবর্তন করারও সাধ্য কারো নাই। এই কোরআনের প্রতি ঈমান আনা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অবশ্য কর্তব্য।

হাদীস পাক ঃ—নবীয়ে পাক হযরত মহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন, করেছেন বা সমর্থন করেছেন তাহাই হাদীস।

ফেকাহ ঃ—শরীয়তের পরিভাষায় ফেকাহ দ্বীন ও শরীয়তের জ্ঞানকে বলা হয়।

ফরয্ ঃ—শরীয়তের অকাট্য দলিল দ্বারা যা প্রমানিত ও নির্দেশিত তাহাই ফরজ। তা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। বিনা কারণে পরিত্যাগকারী ফাসিক ও জাহান্নামী এবং ইহা অস্বীকারকারী কাফের। যেমন—নামাজ, রোজা প্রভৃতি।

Scanned by CamScanner

ওয়াজিব ঃ–শরীয়তের জিন্নি অর্থাৎ অস্পষ্ট দলিল দ্বারা যা প্রমানিত তাহাই ওয়াজিব। ইহা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। বিনা কারণে পরিত্যগকারী ফাসিক ও আযাবের উপযুক্ত। তা অস্বীকারকারী কাফের নয় কিন্তু গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট। যেমন ঈদ ও বেতেরের নামাজ।

সুন্নতে মোয়াক্কাদা ঃ–ঐ সুন্নতকে বলা হয় যা রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সর্বদা পালন করেছেন বলে প্রমাণিত তা পরিত্যাগকারী আযাবের উপযুক্ত এবং কখনও কখনও পরিত্যাগকারীর প্রতি আল্লাহ ও রাসুলের অসন্তষ্টি। যেমন ফজরের প্রথমে দুই রাকায়াত ও জোহরের প্রথমে চার রাকায়াত নামাজ।

সুন্নতে গায়ের মুয়াক্কাদা ঃ–ঐ সুন্নতকে বলা হয় যা রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পালন করেছেন। বিনা কারণে কখনও পরিত্যাগও করেছেন। তা পালনকারী সওয়াবের অধিকারী কিন্তু পরিত্যাগকারী আযাবের উপযুক্ত নয়। যেমন–আসরের ও ইশার প্রথমে চার রাকায়অত নামাজ।

মুস্তাহাব ঃ–শরীয়তের দৃষ্টিতে যা পছন্দনীয় কর্ম তাহাকে মুস্তাহাব বলে। ইহা পালন করলে নেকি হয়, ত্যাগ করলে গোনাহ নাই।

হারাম ঃ–শরীয়তের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমানিত যা পরিত্যাগ করা জরুরী। ইচ্ছাকৃত হারাম কর্ম পালনকারী ফাসিক ও জাহান্নামী। ইহা পালন করা কাবিরা গোনাহ। ইহা অস্বীকারকারী কাফের।

Scanned by CamScanner

মুবাহ ঃ–মুবাহ ঐ কর্ম যা পালন করা না করা সমান, পালন করলে নেকীও নাই না করলে গোনাহ ও নাই। যেমন উত্তম খাদ্য খাওয়া উত্তম বস্ত্র ব্যবহার করা।

বেদাত ঃ–অভিধানে বেদাত অর্থ নতুন সৃষ্টি, শরীয়তের পরিভাষায় বেদাত উহাকে বলা হয় যা হুজুর আলাইহিস স্বালাতু ওয়াস সালামের প্রকাশ্য সময়কালে ছিল না পরে সৃষ্টি হয়েছে।

প্রধানতঃ বেদাত দু'প্রকার–

বেদাতে হাসানা ও বেদাতে সাইয়া।

বেদাতে হাসানা ঃ–ঐ বেদাত যা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কোন সুন্নতের বিরোধী নয় অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসের মূল নীতি অনুসারে হয় এবং তার উপরই কিয়াস করা হয়। যেমন–তারাবীহ এর জামায়াত, মিলাদ শরীফ, দ্বিনী মাদ্রাসা প্রভৃতি।

বেদাতে সাইয়া ঃ—ইহা ঐ বেদাত যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের বিরোদী অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসের মূলনীতির বিরোধী। যেমন–ওহাবী, কাদিয়ানী, দেওবন্দী, তাবলিগী জামায়াত, প্রচলিত তাজিয়াদারী প্রভৃতি।

Scanned by CamScanner

—ঃ ঈমান ঃ—

মেশকাত শরীফ ১২ পৃষ্ঠা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্নিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর যথা–কালেমা, নামাজ, জাকাত, হজ্জ এবং রমজান মাসের রোজা।

কলেমা ত্বাইয়েব

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

উচ্চারণ ঃ–লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদূর রাসুলুল্লাহ।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ব্যতিত কোন উপাস্য নাই হযরত মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসুল।

কলেমা শাহাদাত

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

উচ্চারণ ঃ আশ'হাদু আল-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহুদু আন্না মুহাম্মাদান আব'দুহু ওয়া রাসুলুহু।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতিত আর কোন মাবুদ নাই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে নিশ্চয় মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও প্রেরিত রাসুল।

Scanned by CamScanner

কলেমা তামজীদ (গুনবাক্য)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবারো ওয়ালা হাউলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আযিম।

অর্থ ঃ আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহুর জন্য এবং আল্লাাহ ব্যতিত কোন মাবুদ নাই, এবং আল্লাহ সর্বপেক্ষা মহান এবং শক্তি ও ক্ষমতা দাতা একমাত্র উচ্চ মর্যদা সম্পন্ন আল্লাহ তায়ালা।

কলেমা তওহীদ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَعَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহু মূলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু বিইয়াদিহীল খায়রু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়ীন ক্বাদীর।

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতিত কোন মাবুদ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরিক নাই, তাঁরই সমস্ত বাদশাহী এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি মৃত্যু দেন তিনি জীবিত করেন। তাঁরই হাতে সমস্ত রকমের কল্যাণ এবং তিনি সমস্ত কিছু করার ক্ষমতাবান।

Scanned by CamScanner

কলেমা তাহমিদ

كَلِمَةُ تَحْمِيْد

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ ؕ

উচ্চারণ ঃ–সুবহাল্লাহি উয়া বিহামদিহী সুবহা না ল্লাহিল আলিঈল আজীম। উয়া বি-হাম্‌দিহী আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন্ কুল্লি জামবিঁউ উয়া আতুবু ইলাইহি,

অর্থ ঃ আল্লাহ পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য। আল্লাহ পবিত্র এবং মহামহীয়ান এবং তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আমি মহান আল্লাহর নিকট সমস্ত পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থণা করছি, যিনি আমাদের প্রভু এবং যাঁর দিকে সমস্ত অপরাধ প্রত্যাবর্তন করে।

ঈমানে মুজ্‌মাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَ صِفَاتِهٖ وَ قَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَ اَرْكَانِهٖ.

Scanned by CamScanner

উচ্চারণ ঃ–আমানতু বিল্লা-হি হুয়া কামা বিয়াসমায়িহী ওয়া সিফাতিহী ক্বাবিলতু যামিয়া আ'হকামিহী ওয়া আরকানিহী।
অর্থ ঃ সর্ব প্রকার যথাযোগ্য নাম ও গুন বিশিষ্ঠ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনলাম ও তাঁর যাবতীয় সমস্ত আদেশ ও বিধানাবলী গ্রহণ করলাম।

ঈমানে মোফাস্‌সাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

উচ্চারণ ঃ–আমানতু বিল্লা-হি ওয়া মালায়ি- কাতিহী ওয়াকুতুবিহী ওয়া রাসুলিহী ওয়াল ইয়াওমিল আ-খিরি ওয়াল ক্বাদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহী তা'আলা ওয়াল বাসি বাদা'ল মাওত।
অর্থ ঃ–আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ তায়ালার উপর, তাঁর ফেরেস্তা সমূহের উপর আসমানী কেতাব সমূহের উপর. তাঁর রাসুলগণের উপর এবং কিয়ামত দিবসের উপর এ বিষয়ের উপর তাকদিরের ভালমন্দ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ্য হতে এবং ইহার উপর ঈমান আনয়ন করছি যে মুত্যুর পর আবার জীবিত হওয়ার উপর।

Scanned by CamScanner

بسم الله الرحمن الرحيم

-ঃ নামাজ ঃ-

নামাজ দ্বীন ইসলামের স্তম্ভ। ঈমান ও আকিদা সহি করার পর সমস্ত ফরজের শ্রেষ্ঠ ফরজ নামাজ। কেননা কোরআন মাজীদ ও হাদীস পাকের মধ্যে একাধিক বার তার তাগিদ হয়েছে। মনে রাখা উচিৎ যে যে ব্যক্তি নামাজকে ফরজ অস্বীকার করবে অথবা নামাজের তাওহীন করবে অথবা নামাজকে হাল্কা মনে করে তুচ্ছ করবে সে ব্যক্তি কাফির এবং ইসলাম হতে বর্হিগত হবে আর যে ব্যক্তি নামাজ না পড়ে সে ব্যক্তি বড় গোনাহগার এবং দোযখের আযাবের উপযুক্ত। মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য নামাজ। নামাজ মানুষকে পরিস্কার পরিছন্ন, সুস্থ এবং কুকর্ম হতে বাঁচিয়ে রাখে ও সাম্য ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলে।

—ঃ পবিত্রতা ঃ—

নামাজ পড়ার প্রথমে যে সমস্ত জিনিস প্রয়োজন যা ছাড়া নামাজ আরম্ভ করা যায় না যে বিষয় সমূহকে শারায়েতে নামাজ বলে। ১ম, পবিত্রতা, ২য় সতর আবৃত্তি করা, ৩য়, নামাজের সময় হওয়া, ৪র্থ, কেবলার দিকে মুখ করা, ৫ম, নিয়ত করা, ৬ষ্ঠ, তাকবির তাহরিমা ।

Scanned by CamScanner

১ম ঃ পবিত্রতা–ইহার উদ্দেশ্য হচ্ছে নামাজীর শরীর কাপড় এবং নামাজের স্থান পাক হওয়া। কোন নাপাকী যেমন পেশাব, পায়খানা, রক্ত, লিদ, গোবর, মুরগীর পায়খানা প্রভৃতি থেকে পাক হওয়া। আর নামাজী ওজু ও গোসলহীন যেন না হয়।

—ঃ পানি ঃ—

ওজু ও গোসল করার জন্য পাক পানি অবশ্য প্রয়োজন। বৃষ্টি নদী, ঝরনা, কুঁয়া, বড় পুকুর, বড় হাউজ, প্রবাহিত পানি, সমুদ্র বা বরফের পানি দ্বারা ওজু ও গোসল করা জায়েজ।

—ঃ গোসল ঃ—

গোসলের তিনটি ফরজ যদি তার মধ্যে কোন একটি ছেড়ে দেয় অথবা কোন একটি কম করে তবে গোসল হবে না। ১) কুল্লি করা (গরগরা সহকারে হবে (তবে রোজা অবস্থায় গরগরা করবে না।) ২) নাকের ভিতর পানি দেওয়া ৩) সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করে ধৌত করা যেন কোন একটি পশমও শুকনো না থাকে।

Scanned by CamScanner

গোসলের সুন্নাত ঃ–১) নিয়ত করা ২) দুই হাতের কবজা পর্যন্ত ধোয়া ৩) লজ্জা স্থান ধৌত করা ৪) নামাজের মত ওজু করা ৫) সমস্ত শরীর তিনবার ধোয়া ৬) গোসলের সময় কেবলার দিকে মুখ না করা ৭) এ রকম জায়গায় গোসল করা যাতে কেউ না দেখে ৮) গোসলের সময় কথা না বলা দোয়া না পড়া ৯) মহিলাদের জন্য বসে গোসল করা, ১০) গোসলের পরেই কাপড় পরে নেওয়া।

-ঃ ওজু ঃ-

ওজু নামাজের চাবি এবং নামাজ জান্নাতের চাবি। যখন মুসলমান ওজু করে তখন তার অঙ্গ প্রত্যাঙ্গ থেকে গোনাহ সাগিরা ঝরে যায়।

ওজুর মধ্যে চারটি ফরজ ঃ–১) সমস্ত মুখমন্ডল একবার ধোয়া ২) দুই হাতের কনুই পর্যন্ত একবার ধোয়া, ৩) একবার একচতুর্থংশ মাথা মাসাহ করা, ৪) একবার দুই পায়ের গিরা পর্যন্ত ধোয়া।

ওজুর সুন্নাত ঃ–১) নিয়ত করা< ২) ওজুর প্রথমে বিসমিল্লাহ পাঠ করা বা ওজুর দোয়া পড়া, ৩) দুই হাতের কবজি পর্যন্ত তিনবার ধোয়া, ৪) দাঁতন করা, ৫) ডান হাত দিয়ে তিনবার কুল্লি করা, ৬) ডান হাত দিয়ে তিনবার নাকে পানি দেওয়া, ৭) বাম হাত দিয়ে নাক পরিস্কার করা, ৮) দাড়ি আঙ্গুলি দিয়ে খিলাল করা, ৯) হাত পায়ের আঙ্গুলি খিলাল করা ১০) প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধোয়া, ১১) পূর্ণাঙ্গ মাথা একবার মাসাহ করা,

Scanned by CamScanner

১২) তারতিব অনুসারে অর্থাৎ ধারাবহিক ভাবে ওজু করা, ১৩) কান মাসাহ করা, ১৪) অযথা সময় নষ্ট না করা অর্থাৎ এক অঙ্গ শুকাতে না শুকাতে অন্য অঙ্গ ধোয়া, ১৫) প্রত্যেক মাকরুহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা।

বিঃদ্রঃ–ব্রাশ ব্যবহার করা জায়েজ কিন্তু ইহাতে সুন্নত আদায় হবে না বা কোন নেকি পাওয়া যাবে না। কিন্তু দাঁতন করলে সুন্নত আদায় হবে এবং নেকিও পওয়া যাবে।

নিম্ন লিখিত কারণে ওজু নষ্ট হয়

১) পেশাব ও পায়খানা করলে, ২) পেশাব বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া অথবা পায়খানার রাস্তা দিয়ে বাতাস বের হলে, ৩) শরীরের কোন স্থান থেকে পুজ বা রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে যাওয়া, ৪) মুখ ভরে বমি হওয়া, ৫) অজ্ঞান হওয়া, ৬) পাগল হওয়া, ৭) চোখ উঠার দুষিত পানি বা কিচড় বের হওয়া, ৮) নামাজের মধ্যে জোরে হাসা, ৯) ঘুমালে (তবে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে ওজু নষ্ট হবে না)। বিঃ দ্রঃ–ছারপোকা, মশা, মাছিতে যদি রক্ত খায় অথবা বের করে তবে ওজু ভাঙ্গবে না, ওজা করার পর যদি নখ বা চুল কাটে তাতে ওজু ভাঙ্গবে না।

—ঃ ওজু শুরু করার দোয়া ঃ—

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ. اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَّالْكُفْرُ بَاطِلٌ. اَلْاِسْلَامُ نُوْرٌ وَّالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ.

Scanned by CamScanner

উচ্চারণ ঃ–বিসমিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম। ওয়াল হামদু লিল্লাহি আ'লা দ্বীনিল ইসলাম, আল-ইসলাম হাক্কুঁও ওয়াল কুফরু বাত্বিলুন। আল ইসলামু নুরুওঁ ওয়াল কুফরু জুলমাতুন।

—ঃ ওজুর নিয়ত ঃ—

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّاءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةِ الصَّلٰوةِ

وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى.

উচ্চারণ ঃ–নাওয়াইতু আন আতা ওয়াজ্জায়া লিরাফ্ইল হাদাসি ওয়াইস্তিবাহাতি সে্ সালাতি ওয়াতাক্বার্রুবান ইলাল্লাহি তা'য়ালা

অর্থ ঃ–নাপাকী দূর করার জন্য এবং নামাজ পড়ার জন্য ও সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভের জন্য ওজু করার নিয়ত করছি।

—ঃ ওজু করার পদ্ধতি ঃ—

অর্থ ঃ–কেবলা মুখী হয়ে উচু জায়গায় বসে বিসমিল্লাহ ও দোয়া পাঠ করে দুই হাতের কব্জা পর্যন্ত ধুয়ে দাঁতন করবে দাঁতন না হলে আঙ্গুল দিয়ে দাঁত পরিস্কার করবে। তারপর তিনবার কুল্লি করবে গরগরা সহকারে। তারপর ডান হাত দেয়ে নাকে তিনবার পানি দিয়ে বাম হাত দিয়ে পরিস্কার করবে।তারপর দুই হাতে পানি নিয়ে তিনবার মুখমন্ডল ধৌত করবে অর্থাৎ মাথার অগ্র ভাগের চুল বের হওয়ার স্থান হতে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং এক কান হতে অন্য কান পর্যন্ত ধৌত করা। দাড়ী থাকলে আঙ্গুলী দিয়ে খিলাল করবে। তারপর তিনবার দুই হাতের কনুই এর উপর পর্যন্ত ধৌত করবে তবে যদি আঙ্গুলে আংটি থাকে অথবা

Scanned by CamScanner

নারীদের হাতের চুড়ি থাকে তবে ধোয়ার সময় নাড়িয়ে নিবে। তারপর সম্পুর্ণ মাথা একবার মাসাহ করবে। শাহাদত আঙ্গুলী দিয়ে কানের ভিতর এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর পেট দ্বারা কানের বাহির মাসাহ করবে এবং আঙ্গুলির পিঠ দিয়ে গর্দান মাসাহ করবে। গলা মাসাহ যেন না করে কেননা গলা মাসাহ করা মুকরুহ। তারপর দুই পায়ের গিটের উপর পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে। পা ধৌত করার সময় পায়ের আঙ্গুলীগুলি খিলাল করবে। ওজু সমাপ্ত করার পর এই দোয়া একবার পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَ اجْعَلْنِىْ مِنْ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

উচ্চারণ ঃ—আল্লাহুম্মাজ য়ালনি মিনাত্ তাওয়াবিনা ওয়াজ আলনি মিনাল মুতাত্বাহ্হেরীন।

তারপর খাড়া হয়ে ওজুর অরশিষ্ট পানি পান করবে কেননা ইহা অসুখের মহা ঔষধ। উত্তম হচ্ছে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যাঙ্গ ধৌত করার সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করা এবং দরুদ শরীফ পড়া এবং কলেমা শাহাদত পাঠ করতে থাকা।

ওজুর মাকরুহ ঃ–১) ওজুর জন্য অপবিত্র স্থানে বসা ২) মসজিদের মধ্যে ওজু করা ৩) ওজুর ধৌত করা অঙ্গ হতে পানি ওজুর পাত্রে পড়া, ৪) কেবলার দিকে কুল্লি ফেলা, ৫) বিনা প্রয়োজনে দুনিয়ার কথাবার্তা বলা, ৬) এক হাতে মুখমন্ডল ধৌত করা, ৭) ডান হাতে নাক পরিস্কার করা, ৮) রোদ্রের গরম পানিতে ওজু করা, ৯) কোন সুন্নতকে ত্যাগ করা, (বাহারে শরীয়ত)

Scanned by CamScanner

—ঃ তাইয়াম্মুম ঃ—

যদি ওজু ও গোসলের প্রয়োজন হয় এবং পানি ব্যবহার করার ক্ষমতাবান না হয় বা পানি না পাওয়া যায় তবে ওজু ও গোসলের স্থানে তাইয়াম্মুম করা জায়েজ। উদাহারণ স্বরূপ এমন স্থানে আছে যার চতুর্দিকে এক মাইলের মধ্যে পানি না পাওয়া যায় অথবা পানি নিকটে আছে কিন্তু শত্রু বা হিংস্র জন্তুর ভয়ে অথবা অন্য কোন কারণে পানি আনতে না পারে অথবা পানি ব্যবহার করলে অসুখ হবে বা অসুখ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভবনা হয় এসব অবস্থায় ওজু ও গোসলের স্থলে তাইয়াম্মুম করে নামাজ পড়বে। তাইয়াম্মুমের ফরজ তিনটি ১) নিয়ত করা, ২) সমস্ত মুখমন্ডল একবার মাসাহ করা, ৩) কনুই সমেত দুই হাত মাসাহ করা (দূর্র মুখতার)

—ঃ তাইয়াম্মুমের নিয়াত ঃ—

نَوَيْتُ اَنْ اَتَيَمَّمَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةِ
الصَّلٰوةِ تَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى .

উচ্চারণ ঃ—নাওইয়াতু আন্ আতাইয়াম্মামা লিরাফইল হাদাসি ওয়াস্তেবাহাতিছ্ সালাতি তাকার্‌রোবোন ইলাল্লাহি তাআলা।

তাইয়াম্মুম করার নিয়ম ঃ—সর্ব প্রথম বিসমিল্লাহ পাঠ করে নিয়াত করবে। তারপর 'দু' হাতের আঙ্গুল গুলিকে প্রসারিত করে পাক মাটি অথবা মাটি জাতীয় পদার্তের উপর মেরে ঐ হাত দ্বারা

Scanned by CamScanner

সমস্ত চেহেরা মাসাহ করবে যেন মুখমন্ডলের কোন অংশ বাদ না পড়ে অর্থাৎ ওজু করার সময় যতদূর মুখমন্ডল ধৌত করা ফরজ সেই অংশ মাসাহ করবে। তারপর আবার দুহাত মাটিতে মেরে ডানকে বাম হাতের উপর এবং বাম হাতকে ডান হাতের উপর রেখে দুহাতের কনুই পর্যন্ত মাসাহ করবে। যদি হাতে চুড়ি বা অন্য কোন অলংকার থাকে তবে তা সরিয়ে সম্পূর্ণ হাত মাসাহ করবে। (দুর্রে মুখতার)

মসলা ঃ মাটি, বালি, পাথর, প্রভৃতি দ্বারা তাইয়াম্মুম করা জায়েজ। লোহা, পিতল, রাঙ্গ, কাপড়, তামা, কাঠ, ছাই, দ্বারা তাইয়াম্মুম করা জায়েজ নয়।

—ঃ জায়নামাজে দাঁড়িয়ে পড়ার দোয়া ঃ—

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ حَنِیْفًاوَّمَآاَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ.

উচ্চারণ ঃ- ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওজহীয়া লিল্লাজী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন।

অর্থ ঃ- নিশ্চয় আমি তাঁরই দিকে মুখ করলাম যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। আমি কখনও মুশরীকগণের অর্ন্তভূক্ত নয়।

তাকবীর ঃ- اَللّٰهُ اَكْبَرُ আল্লাহু আকবার

—ঃ দোয়া সানা ঃ—

سُبْحَانَکَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِکَ وَتَبَارَکَ ا
اسْمُکَ وَتَعَالٰی جَدُّکَ وَلَآ اِلٰهَ غَیْرُکَ .

Scanned by CamScanner

উচ্চারণ ঃ- সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারা কাসমুকা ওয়া তা'য়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গায়রোকা।

—ঃ তাউজ ঃ—

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

উচ্চারণ ঃ- আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজিম্।

অর্থ ঃ- অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর সাহায্য চাইছি।

—ঃ তাসমিয়াহ ঃ—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

উচ্চারণ ঃ- বিসমিল্লাহ্ হির রাহ্মা-নির রাহীম

অর্থ ঃ- আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু ও করুনাময়।

—ঃ রূকুর তসবীহ ঃ—

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণ ঃ- সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম

অর্থ ঃ- আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

—ঃ সিজদার তসবীহ ঃ—

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى

উচ্চারণ ঃ- সুবহানা রাব্বিইয়াল আলা।

অর্থ ঃ- আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

Scanned by CamScanner

—ঃ তাসমীহ্ ঃ—

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

উচ্চারণ ঃ- সামি আল্লা'হু লিমান হামিদাহ।

অর্থ ঃ- যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে আল্লাহ্ তা শ্রবণ করেন।

—ঃ তাহমীদ ঃ—

رَبَّنَا لَکَ الْحَمْدُ

উচ্চারণ ঃ- রাব্বানা লাকাল হামদ্।

অর্থ ঃ- হে আমার প্রতিপালক সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য।

—ঃ আত্তাহিয়্যাতু ঃ—

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْکَ
اَيُّهَاالنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ . اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا و
عَلٰى عِبَادِاللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ و
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

উচ্চারণ ঃ- আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্‌সলাওয়াতু ওয়াত্তায়্যিবাতু আস্‌সালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্। অস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ্।

Scanned by CamScanner

অর্থ ঃ- মৌখিক দৈহিক আর্থিক সমস্ত ইবাদত আল্লাহরই জন্য। হে নবী আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহর করুনা, বরকত অবতীর্ণ হউক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতিত কোন মাবুদ নাই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, যে নিশ্চয়ই মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রাসুল।

—ঃ দরুদ শরীফ ঃ—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكْتَ
عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণ ঃ- আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বা-রিক আলা-মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা-বা-রাক্তা আলা-ইব্রাহিমা ওয়া আলা আ-লি ইব্রহিমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

অর্থ ঃ- হে আল্লাহ ! মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর তাঁর বংশধরের উপর দরুদ অবতীর্ণ করো যেমন ইব্রাহিম আলায়হিস সালাম ও তাঁর বংশধরদের উপর অবতীর্ণ করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও মহান। হে আল্লাহ ! মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর বংশধরের উপর বরকত অবতীর্ণ করো যেমন বরকত অবতীর্ণ করেছিলে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সাল্লাম এবং তাঁর বংশধরের উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও মহান।

Scanned by CamScanner

ঃ দোয়া মাসুরা ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَلِجَمِیْعِ

الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْاَحْیَاءِ

مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّکَ مُجِیْبُ الدَّعْوَاتِ بِرَحْمَتِکَ یَااَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ .

উচ্চারণ ঃ- আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী ওয়ালে ওয়ালে দাইয়া ওয়া লেমান তাওয়ালাদা, ওয়ালে জামিয়েল মোমেনীনা অল্ মোমেনাত অল মোসলেমীনা অল্ মোসলেমাত ওয়াল আহইয়ায়ে মিনহুম অল আমওয়াতে ইন্নাকা মুজিবুদাও ওয়াতে বিরহ্মাতিকা ইয়া আর হামার রাহেমীন।

অর্থ ঃ- হে আল্লাহ ! ক্ষমা করো আমাকে এবং আমার পিতা মাতাকে এবং তাদের দ্বারা যারা জন্ম গ্রহণ করেছে এবং সমস্ত মো'মিন নারীপুরুষ, মুসলমান নারী পুরুষকে এবং তাদের মধ্যে যারা জীবিত এবং মৃত। নিশ্চয় তুমি দোয়া কবুলকারী। তোমার দয়ায় হে সর্ব শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

—ঃ সালাম ঃ—

اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ- আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

অর্থ ঃ- তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র শান্তি ও করুনা বর্ষিত হোক।

Scanned by CamScanner

—ঃ মুনাজাত ঃ—

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .بِحَقِّ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

উচ্চারণ ঃ- রাব্বানা আতিনা ফীদ্দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফীল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আজাবান্নার ওয়া সাল্লাল্লাহু আ'লা খাইরি খালকিহী মুহাম্মাদীওঁ ওয়া আলা আলিহী ওয়া আস-হাবিহী আয্মাইন্ বিরহমাতিকা ইয়া আরহামির রাহিমীন।

অর্থ ঃ- হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও, আর আমাদেরকে আখেরাতে কল্যাণ দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব হ'তে রক্ষা করো। এবং আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হউক তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হযরত মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর বংশধর ও সমস্ত সাহাবাগণের উপর।

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ مَنْ ذَالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّابِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

Scanned by CamScanner

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَؤُدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

উচ্চারণ ঃ- আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম লাতা খুযুহু সিনাতুঁও ওয়া লা-নাওম লাহু মা-ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল্ আর্দ। মান্যাল্লাযী ইয়াশ্ফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহী। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়া মা খালফাহুম ওয়া লা-ইয়ুহীতুনা বিশাই্ ইম্ মিন ইল্মিহী ইল্লাবিমা শাআ ওয়াসি আ কুরসিয়্যু হুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আর্দা ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফ্যুহুমা ওয়া হুয়াল আলীয়্যুল্ আজীম্।

—ঃ সুরা ঃ—

সূরা ফাতিহা * মক্কায় অবতীর্ণ * ৭ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

উচ্চারণ ঃ- আল্ হাম্দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আররহমা-নির রাহীম্ । মা-লিকি ওয়াও মিদ্দীন। ইয়্যা কা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। ইহ্দিনাস্ স্বিরাত্বাল মুস্তাক্বীমা স্বিরা-ত্বাল লাযীনা আন্ আম্তা আলাইহিম গায়রিল মাগদ্বুবি আলাইহিম ওয়া লাদ্দ্বা-ল্লীন। (আমীন)

Scanned by CamScanner

অর্থ ঃ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি মালিক সমস্ত জগৎবাসীর। পরম দয়ালু ও করুণাময়। প্রতিদান দিবসের মালিক। আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদের সোজা পথে পরিচালিত করো। তাঁদেরই পথে যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো। তাদের পথে নয় যাদের উপর গযব নিপতিত হয়েছে এবং পথ ভ্রষ্ট দের পথেও নয়। (আমিন)

সূরা ক্বদর * মক্কায় অবতীর্ণ * ৫ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ

الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا

بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

॥ বিসমিল্লা-হির্-রহমানির-রহীম ॥

(আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু করুণাময়)

উচ্চারণ ঃ- ইন্না আন্যাল্না-হু-ফী-লাইল্যাতিল্ ক্বাদরী। অমা-আদরাকা মা-লাইলাতুল ক্বাদরি। লাইলাতুল ক্বাদরি খাইরুম্ মিন্ আল্ফি শাহরিণ। তানায্যালুল্ মালা-ইকাতু অররূহু ফীহা-বিইয্নি রাব্বিহিম্ মিন্-কুল্লি আম্রিন। সালামুন হিয়া হাত্তা-মাত্লা'ইল্ ফজ্রি।

Scanned by CamScanner

অর্থ ঃ- নিশ্চয় আমি ইহাকে ক্বদরের রাত্রে অবতীর্ণ করেছি। এবং আপনি কি জানেন ক্বদর রাত্রি কি ? ক্বদরের রাত হাজার মাসের থেকেও উত্তম। ইহাতে ফিরিশতাগণ ও জিব্রাইল অবতীর্ণ হয়ে থাকেন স্বীয় প্রতিপালকের আদেশে প্রত্যেক কাজের জন্য। উহা শান্তি ভোর হওয়া পর্যন্ত।

সূরা ফীল * মক্কায় অবতীর্ণ * ৫ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ

وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ

॥ বিসমিল্লা-হির্-রহমানির-রহীম ॥

(আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু করুণাময়)

উচ্চারণ ঃ- আলাম্ তারা কাইফা ফা'আলা রব্বুকা বি আসহা-বিল ফীল্। আলাম ইয়াজ'আল কাইদাহুম ফী তাদ্‌লীলিউঁ। অআর্‌সালা 'আলাই-হিম্ ত্বইরান্ আবা-বীল। তার্‌মীহিম্ বিহিজা-রাতিম্ মিন্ সিজ্জীল্ । ফাজা 'আলাহুম্ কা'আস্বফিম্ মা'কুল।

অর্থ ঃ- হে মাহবুব ! আপনি কি দেখেননি আপনার প্রতিপালক ঐ হস্তি আরোহী বাহিনীর কি অবস্থা করেছেন ? তাদের চক্রান্ত গুলোকে কি ধ্বংসের নিক্ষেপ করেন নি। এবং তাদের উপর পাখির ঝাঁক সমূহ প্রেরণ করেছেন। যে গুলো তাদের কঙ্কর পাথর দিয়ে মারছিল। অতঃপর তাদেরকে চর্বিত ক্ষেতের পল্লবের মত করেছেন।

Scanned by CamScanner

সূরা কুরাইশ * মক্কায় অবতীর্ণ * ৫ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوْا رَ

بَّ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

॥ বিসমিল্লা-হির্-রহমানির-রহীম ॥

(আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু করুণাময়)

উচ্চারণ ঃ- লি-ঈলা-ফি ক্বুরাইশিন্ । ঈলা ফিহিম্ রিহ্লাতাশ্ শিতা-ই অস্সাইফ। ফাল্ইয়া'বুদু রব্বা হা-জাল্ বাই-ইতি। আল্লাযী আত্বআমাহুম্ মিন্ জুইওঁ অআ-মানাহুম্ মিন্ খাওফ।

অর্থ ঃ- এ জন্য যে কোরাইশকে আকর্ষণ প্রদান করেছেন। তাদের শীতকাল ও গ্রীষ্মকাল উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ প্রদান করেছেন। সুতরাং তাদের উচিৎ যেন তারা এ ঘরে প্রতিপালকের ইবাদত করে যিনি তাদেরকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আহার দিয়েছেন এবং তাদেরকে এক বড় বিপদ থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন।

সূরা মাউন * মক্কায় অবতীর্ণ * ৭ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ

الْيَتِيْمَ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ فَوَيْلٌ

لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ

يُرَآءُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

Scanned by CamScanner

॥ বিসমিল্লা-হির্-রহমানির-রহীম ॥

(আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু করুণাময়)

উচ্চারণ ঃ- আরায়াই-তাল্লাজী ইউ্কাজ্জিবু বিদ্দীন। ফাজা-লিকাল্লাজী ইয়াদুউ্উল্ ইয়াতীম। অলা-ইয়্যাহুদ্দু 'আলা-ত্ব-আ-মিল্ মিসকীন্। ফা-অইলুল্ লিল মুস্বল্লীন। আল্লাজীনাহুম্ আন্ স্বালাতিম্ সা-হুন্। আল্লাজীনাহুম্ ইয়ুরা-উনা। অইয়াম্ না'উ'নাল্ মা'-উন।

অর্থ ঃ- আচ্ছা, দেখুনতো ! যে ধর্মকে অস্বীকার করে, সুতরাং সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে এতিমকে ধাক্কা দেয় এবং মিসকিনকে আহার দেওয়ার প্রেরণা প্রদান করে না। সুতরাং ঐ নামাজীদের জন্য অনিষ্ট রয়েছে, যারা আপন নামাজকে ভুলে রয়েছে। ঐ সব ব্যক্তি, যারা লোক দেখানো ইবাদত করে এবং প্রয়োজনীয় ছোটখাটো সামগ্রী চাইলে দেয়না।

সূরা কাওসার * মক্কায় অবতীর্ণ * ৩ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

॥ বিসমিল্লা-হির্-রহমানির-রহীম ॥

(আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু করুণাময়)

উচ্চারণ ঃ- ইন্নাআ'ত্বইনা কাল্ কাওসার্। ফাসাল্লি লিরাব্বিকা অন্হার। ইন্না শা-নিয়াকা হুয়াল্ আব্তার্।

Scanned by CamScanner

অর্থ ঃ- হে মাহবুব ! নিশ্চয় আমি আপনাকে অসংখ্য গুনাবলী দান করেছি। সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য নামাজ পড়ুন এবং কোরবানী করুন। নিশ্চয় যে আপনার শত্রু, সেই সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

সূরা কাফিরূন * মক্কায় অবতীর্ণ * ৭ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ

॥ বিসমিল্লা-হির্-রহমানির-রহীম ॥

(আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু করুণাময়)

উচ্চারণ ঃ- ক্বুল্ ইয়া আইয়ুহাল্ কা-ফিরূন। লা-আ'বুদু মা'তা'বুদুন। অলা 'আন্তুম্ আ-বিদুনা মা-আ'বুদ্ । অলা আনা 'আ-বিদুম্ মা-আবাদতুম্ । অলা-আন্তুম 'অ-বিদূনা মা আ'বুদ। লাকুম দ্বীনুকুম অলিয়াদ্বীন্।

অর্থ ঃ- আপনি বলুন, হে কাফিরগণ ! আমি তার ইবাদত করি না, যার ইবাদত তোমরা করো। এবং তোমরাও তার ইবাদত কারী নও, যার ইবাতদ আমি করি। এবং না আমি ইবাদত করবো তার, যার ইবাদত তোমরা করে আসছ এবং না তোমরা ইবাদত করবে, যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।

Scanned by CamScanner

সূরা নাসর * মক্কায় অবতীর্ণ * ৭ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ

اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

॥ বিসমিল্লা-হির্-রহমানির-রহীম ॥

(আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু করুণাময়)

উচ্চারণ ঃ- ইযা জা-আ নাস্রুল্লা-হি অল্ ফাৎহু। ওয়া রায়াইতান্না-সা ইয়াদ্খুলুনা ফী-দ্বীনিল্লাহি আফ্ওয়া-জা। ফাসাব্বিহ্ বিহাম্দি রব্বিকা ওয়াস্তাগ্ফিরুহু-ইন্নাহু-কানা তাওওয়া-বা।

অর্থ ঃ- যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, এবং আপনি লোকেদের দেখবেন যে আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করছে, অতঃপর আপনি প্রতিপালকের প্রশংসাকারী অবস্থায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চান। নিশ্চয় তিনি অত্যান্ত তওবা কবুলকারী।

সূরা লাহাব * মক্কায় অবতীর্ণ * ৫ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ

Scanned by CamScanner

উচ্চারণ ঃ- তাব্বাত্ ইয়াদা আবী লাহাবিওঁ ওয়া তাব্ব্ মা আগ্না 'আন্হু-মা-লুহু ওয়ামা কাসাব্। সাইয়াস্লা না-রান্ যা-তা লাহাবিওঁ অয়াম্রা আতুহু হাম্মা-লাতাল হাত্বাব্। ফী-জীদিহা হাব্লুম্ মিম্ মাসাদ্।

অর্থ ঃ- ধ্বংস হয়ে যাক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং সে ধ্বংশ হয়েই গেছে। তার কোন কাজে আসেনি তার সম্পদ এবং না যা সে উপার্জন করেছে। এখন প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে সে এবং তার স্ত্রী, লকড়ীর বোঝা মাথায় বহন কারিনী। তার গলায় খেজুরের বাকলের রশি।

সূরা ইখলাস * মক্কায় অবতীর্ণ * ৪ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ

॥ বিসমিল্লা-হির্-রহমানির-রহীম ॥

(আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু করুণাময়)

উচ্চারণ ঃ-ক্বুল্ হু আল্লা-হু আহাদ। আল্লাহুস্-সামাদ। লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়ালাম ইয়ুলাদ। অলাম্ ইয়াকুঁল্লাহু কুফুঅন্ আহাদ।

অর্থ ঃ- আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ, তিনি এক। আল্লাহ পরমুখাপেক্ষী নন। না তিনি কাউকে জন্ম দিয়েছেন এবং না তিনি কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেছেন, এবং না আছে কেউ তাঁর সমকক্ষ হবার।

Scanned by CamScanner

সূরা ফালাক * মক্কায় অবতীর্ণ * ৫ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ وَمِنْ شَرِّ

غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

॥ বিসমিল্লা-হির্-রহমানির-রহীম ॥

(আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু করুণাময়)

উচ্চারণ ঃ-ক্বুল-আউ-যু বিরব্বিল ফালাক্ব। মিন শার্‌রি মা খালাক্ব ওয়া মিন্ শার্‌রি গা-সিকিন ইযা-ওয়াকাব্। ওয়া মিন্ শার্‌রিন্ নাফ্‌ফাশাতি ফিল্ উকাদ ওয়ামিন শার্‌রি হা-সিদিন ইয়া হাসাদ্।

অর্থ ঃ- আপনি বলুন আমি তাঁরই আশ্রয় নিচ্ছি যিনি প্রভাতের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট থেকে, এবং অন্ধকারাচ্ছন্নকারীর অনিষ্ট থেকে, যখন সেটা অস্তমিত হয়। এবং ঐ সব নারীর অনিষ্ট থেকে, যারা গ্রন্থি সমূহে ফৎকার দেয়। এবং হিংসুকদের অনিষ্ট থেকে যখন সে আমার প্রতি হিংসা পরায়ন হয়।

সূরা নাস * মক্কায় অবতীর্ণ * ৬ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ

صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

Scanned by CamScanner

॥ বিসমিল্লা-হির্-রহ্মানির-রহীম ॥

(আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু করুণাময়)

উচ্চারণ ঃ-ক্বুল-আউ-যু বিরব্বিন না-স। মালিকিন্ না-স। ইলা-হিন্-না-স। মিন শার্‌রিল্ ওয়াস্ ওয়া-সিল খান্না-স্। আল্লাযী ইউ্ওয়াস্‌বিসু ফী সুদুরিন্‌নাস। মিনাল্ জিন্নাতি্ ওয়ান্ না-স।

অর্থ ঃ- আপনি বলুন, আমি তাঁরই আশ্রয়ে এসেছি, যিনি সকল মানুষের প্রতিপালক, সকল মানুষের বাদশাহ, সকল লোকের খোদা–তারই অনিষ্ট থেকে, যে অন্তরে কুমন্ত্রনা দেয় এবং আত্মগোপন করে। যে মানুষের অন্তর সমূহে কুপ্ররোচনা দেয়, জ্বীন ও মানুষ। (অনুবাদ কানজুল ঈমান)

* মসজিদে প্রবেশকালীন দু'আ *

اَللّٰهُمَّ افْتَحْلِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

উচ্চারণ ঃ-আল্লা হুম্মাফতাহ্‌লী আবওয়া-বা রাহ-মাতিকা।

অর্থ ঃ- হে আল্লাহ্ ! আমার জন্য তুমি তোমার অনুগ্রহের দরজা খুলে দাও।

* মসজিদ হতে বের হবার দু'আ *

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণ ঃ-আল্লা হুম্মা ইন্নি আস আলুকা মিন্ ফাযলেকা।

অর্থ ঃ- হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

Scanned by CamScanner

* আযান *

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ ঃ- আল্লাহ্ অতি মহান, আল্লাহ অতি মহান।

আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

অর্থ ঃ- আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লা ভিন্ন কোন মাবুদ নাই।

আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً رَّسُوْلُ اللّٰهِ
আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থ ঃ- আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল। এখন ডানদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিবে ঃ-

হাইয়্যা আলাস সালাহ্ । হাইয়্যা আলাস সালাহ্
حَيَّ عَلَى الصَلٰوةِ. حَيَّ عَلَى الصَلٰوةِ.

অর্থ ঃ- নামাজের জন্য দ্রুত এসো। অতঃপর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বলবে

হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ । হাইয়্যা আলাল ফালাহ্
حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ. حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ. অর্থ ঃ- মঙ্গলের জন্য দ্রুত এসো।

ফজরের নামাজ হলে ইহার পর কেবলামুখী হয়ে বলবে ঃ-

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ. اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ.

আসসালুতু খাইরুম মিনান্নাউম। আসসালুতু খাইরুম মিনান্নাউম

অর্থ ঃ- নামাজ নিদ্রা হ'তে উত্তম।

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ ঃ- আল্লাহ্ অতি মহান, আল্লাহ অতি মহান।

Scanned by CamScanner

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

অর্থ ঃ- আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই।

* আযানের জওয়াব *

আযান শ্রবণ করলে মোয়াজ্জিন যে সব কথা বলবে শ্রবণকারী উহাই বলবে কিন্তু হাইয়া আলাস্ স্বালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ এর উত্তরে বলবে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ ঃ- আল্লাহর সাহায্য ব্যতিত শক্তি বল কিছুই নাই।

আর ফজরের আযানে আস্বালাতু খাইরুম মিনাম নাউম এর উত্তরে বলবে সাদাকতা ওয়া বারেরতা অর্থাৎ তুমি সত্য বলেছ এবং নেক কাজ করেছ।

* আযানের দোয়া *

আযানের পরে প্রথমে দরুদ শরীফ পড়বে তারপর আযান পাঠকারী ও শ্রবণকারী সকলেই হাত উঠিয়ে এই দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ

اٰتِ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ ابْعَثْهُ

مَقَاماً مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْ تَّهٗ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

اِنَّکَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

Scanned by CamScanner

উচ্চারণ ঃ-আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দা'ওয়াতিত্তাম্মাতি ওয়াস্‌সালাতিল ক্বায়ামাতি আতি মুহাম্মাদানিল্ ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাতা ওয়াদ্দারাজাতার রাফীআ'তা, ওয়াব আসহু মাকামাম্ মাহমুদানিল্লাযী ওয়াদতাহু ওয়ার জোকনা শাফায়া তুহু ইয়ামাল কিয়ামাতে ইন্নাকা লাতুখলিফুল মি'আদ।

মসলা ঃ-সমস্ত আযান পাঁচ ওয়াক্তের হউক অথবা জুময়ার খোতবার আযানই হউক, মুখে হউক অথবা মাইকে হউক মাসজিদের বাইরে দেওয়া সুন্নত। আবু দাউদ শরীফের ১ম খন্ড ১৬২ পৃষ্ঠায় সায়েব ইবনে ইয়াজিদ হতে বর্ণেত হাদীস হতে প্রমাণিত আযান মাসজিদের বাইরে দেওয়া সুন্নত। ফোকাহে কেরামগণ মাসজিদের ভিতরে আযান দিতে নিষেধ করেছেন ও মাকরুহ বল্যেছেন। যেমন-ফাতওয়ায়ে কাজী খাঁ ১ম খন্ড মেসরী ৭৮ পৃঃ, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী ১ম খন্ড মেসরী ৫৫ পৃঃ। বাহারুর রায়িক ১ম খন্ড ২৬৮ পৃষ্ঠা। لَايُؤَذَّنُ فِى الْمَسْجِدِ. অর্থাৎ মাসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া নিষেধ। বর্তমানে অনেক জায়গায় মাসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া প্রচলিত হয়েছে ইহা ভুল। প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ এই ভুল প্রথাকে ত্যাগ করে হাদীস ও ফিকাহের উপর আমল করা।

মসলা ঃ-আযানে অথবা মিলাদ শরীফে বা জালসায় বা কোন সময় হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নাম মোবারক শ্রবণ করে বৃদ্ধ আঙ্গুলিদ্বয় চুমা দিয়ে চোখে লাগানো মুস্তাহাব। রাদ্দুল মুহতার ১ম খন্ড ২৭৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে

Scanned by CamScanner

মুস্তাহাব উহাই যে আযানের সময় প্রথমবার যখন নবীপাকের নাম লওয়া হয় তখন বলবে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ. সাল্লাল্লাহু আলায়কা ইয়া রাসুলুল্লাহ, তারপর দ্বিতীয়বার যখন শ্রবণ করবে তখন বলবে. قُرَّتْ عَيْنِى بِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ . উচ্চারণ–কাররাত আইনী বেকা ইয়া রাসুলুল্লাহ।

তারপর বলরে اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ আল্লাহুম্মা মাত্তিনী বিস্‌সাময়ে ওয়াল বাসার। ইহা আঙ্গুল চোখে রাখার পর বলবে।

স্বালাত পাঠ ঃ-আজান ও ইকামতের মাঝখানে মাগরিবের নামাজ ছাড়া প্রত্যেক ওয়াক্তে স্বালাত পাঠ করা জায়েজ ও মুস্তাহাব। এই স্বালাতের নাম শরীয়তের পরিভাষায় "তাসবিব" বলা হয়। তাসবিববকে ফোকাহে কেরামগণ মাগরিব নামাজ চাড়া সমস্ত নামাজের জন্য মুস্তাহাসান বলেছেন। (ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী ১ম খন্ড ৫৩ পৃষ্ঠা)

স্বালাতের শব্দ ঃ আস্বালাতু ওয়াস্ সালামু আলায়কা ইয়া রাসুলাল্লাহ, আস্বালাতু ওয়াস্ সালামু আলায়কা ইয়া নাবিয়াল্লাহ, আস্বালাতু ওয়াস্ সালামু আলায়কা ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওয়া আলা আলিকা ওয়া আস্‌হা বিফা ইয়া শাফিয়ানা ইয়ওমাল্ জাজা।

—ঃ ইকামত ঃ—

ইকামিত আযানের ন্যায়ই বলবে তবে কয়েকটি কথায় পার্থক্য আছে। ইকামতে হাইয়া আলাল ফালাহ এর পর قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ ক্বাদকামাতিস স্বালাহ ২ বার বলবে। ইহা আযানের মত খুব উচ্চ স্বরে নয় বরং এ রকম উচ্চস্বারে বলবে যাতে উপস্থিত নামাজীগণের কর্ণকুহরে পৌঁছে যায়।

Scanned by CamScanner

ইকামতের শব্দগুলি একটু দ্রুত বলবে। ইকামত মাসজিদের মধ্যে আর আযান মাসজিদের বাইরে। ইকামতেও হাইয়্যা আলাস স্বালাহ এবং হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলার সময় ডানে বামে মুখ ফিরাবে। (দুর্রে মুখতার) ইকামতের জবাব দেওয়া মুস্তাহাব। (আলমগিরী)

মসলা ঃ-ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী ১ম খন্ড মেসরী ৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে ইমামে আযম, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মহম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাহিমদের নিকট ইমাম ও মুক্তাদী ঐ সময় দাঁড়াবে যখন মুকাব্বির হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলবে। আর ইহাই সহীহ।

নামাজের সময়

দিন রাত্রে মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ। যথা–ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। পাঁচ ওয়াক্ত নামজের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে সময় নিদৃষ্ট। যে নামাজের যে সময় নিদৃষ্ট সেই নামাজকে সেই সময় পড়া ফরজ। সময় অতিবাহিত হলে নামাজ কাজা হবে।

ফজরের সময় ঃ-সোবেহ সাদেক হতে আরম্ভ করে সূর্য্য উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত

সোবেহ সাদেক ঃ-সূর্য্য উদয়ের পূর্বে পূর্ব আকাশের কিনারায় সাদা রেখা প্রকাশ পায়, আস্তে আস্তে ইহা সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে যায় এবং পরিস্কার হয়ে যায়। সোবেহ সাদেকের সাদা রেখা প্রকাশিত হওয়ায় সাহরীর সময় শেষ হয় এবং ফজরের নামাজের সময় আরম্ভ হয়। শীতের কালে এ সময় প্রায় সোয়া ঘণ্টা আর গরমের সময় প্রায় দেড় ঘণ্টা সূর্য্য উঠার আগে প্রকাশ পায়।

Scanned by CamScanner

জোহরের সময় ঃ-দুপুরের সময় সূর্য্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর হতে প্রত্যেক বস্তুর আসল ছায়া বাদে তার ছায়া দ্বিগুন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জোহরের সময়।

আসরের সময় ঃ-জোহরের সময় শেষ হওয়ার পর আসরের সময় শুরু হয় এবং সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আসরের সময়। শীতকালে আসরের সময় প্রায় দেড় ঘন্টা এবং গরমের সময় প্রায় দু ঘন্টা থাকে।

মাগরিবের সময় ঃ-সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পর হতে মাগরিবের সময় আরম্ভ হয় এবং সাফাক অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত থাকে। সাফাক আমাদের মাজহাবে ঐ সাদা রেখাকে বলে যা পশ্চিম দিকে লালিমা হারিয়ে যাওয়ার পর সকালের সোবাহ সাদেকের মত প্রকাশ পায়। ঐ রেখা পশ্চিম আকাশ হতে উত্তর দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মাগরিবের সময় আমাদের দেশে প্রায় সোয়া ঘন্টা খুব বেশী হলে দেড় ঘন্টা থাকে। (বাহারে শরীয়ত)

এশার নামাজের সময় ঃ-মাগরিবের সময় শেষ হওয়ার পর হতে সোবেহ সাদেকের সাদা রেখা প্রকাশ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত থাকে। কিন্তু এশাতে রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করা মুস্তাহাব। অর্ধেক রাত পর্যন্ত মোবাহ।

Scanned by CamScanner

বেতর নামাজের সময় ঃ-এশার সময়ই ইহার সময় কিন্তু এশার নামাজ পড়ার পূর্বে বেতর পড়া যাবে না। কেননা এশা ও বেতরের মধ্যে তারতিব ফরজ।

* নামাজের নিষিদ্ধ সময় *

সূর্য্য উদয়, অস্ত এবং ঠিক দুপুর (অর্থাৎ সূর্য্য যখন ঠিক মাথার উপর আসে) এই সময় কোন নামাজই জায়েজ নয়, না ফরজ, না ওয়াজেব, না নফল, না আদা , না কাজা, না সাজদা তেলাওয়াত, না সাজদায়ে সোহ। কিন্তু ঐ দিনের আসরের নামাজ যদি না পড়ে থাকে তবে যদিও সূর্য্য অস্ত যাওয়ার সময় হয় তবে পড়ে নিবে কিন্তু এত দেরী করা হারাম্।

(বাহারে শরীয়ত ৩য় খন্ড ২১ পৃঃ)

* নামাজের নিয়ত *

নিয়ত ঃ-নিয়ত অর্থ মানের মধ্যে পাকা এরাদা করা, কেবল খিয়ালই যথেষ্ট নয়। দিলের সাথে মুখে পাঠ করা উত্তম।

* ফজরের নামাজ *

ফজরের নামাজ ৪ রাকায়াত। দুই রাকায়াত সুন্নতে মুয়াকাদ্দাহ ও দুই রাকায়াত ফরজ।

ফজরের দুই রাকায়াত সুন্নত নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ
سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيْفَةِ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

Scanned by CamScanner

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকাআ'তাই সালাতিল ফাজরি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

এই রূপে দুই রাকায়াত সান্নত নামাজ পড়ার পর উচ্চস্বরে তাকবির পাঠ করে দুই রাকায়াত ফরজ নামাজের নিয়ত করবে।

ফজরের দুই রাকায়াত ফরজ নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ

فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকাআ'তাই সালাতিল ফাজরি ফারজিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

যদি ইমামের পিছনে পড়ে তবে ফারজিল্লাহি তায়ালার পর اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ .ইকতাদায়তু বিহাজাল ইমাম বলবে। আর যদি ইমাম হয় তবে- اَنَا اِمَامٌ لِّمَنْ حَضَرَ وَمَنْ يَّحْضُرُ আনা ইমামূল লেমান হাজারা ওয়া মায় ইয়াহ জোরে পড়বে তারপর মুতাওয়াজ্জি হান হতে শেষ পর্যন্ত পড়বে।

* জোহরের নামাজ *

জোহরের নামাজ ১২ রাকায়াত। ৪ রাকায়াত সুন্নতে মুয়াকাদ্দাহ, ৪ রাকায়াত ফরজ, ২ রাকায়াত সুন্নতে মুয়াকাদ্দাহ, ২ রাকায়াত নফল । এই নামাজে সূরা কেরাত নিরবে পড়বে।

Scanned by CamScanner

৪ রাকায়াত সুন্নত নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ

الظُّهْرِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ

الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা আরবায়া রাকআতি সালাতিজ্ব জুহরি সুন্নাতি রাসুলুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

জোহরের ৪ রাকায়াত ফরজ নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ

الظُّهْرِ فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ

الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা আরবায়া সালাতিজ্ব জুহরি ফারদ্বুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

এই চার রাকায়াত নামাজে শেষ দুই রাকায়াতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়বে অন্য সূরা মিলাবে না।

Scanned by CamScanner

জোহরের ২ রাকায়াত সুন্নত নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ

سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ

الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকয়াতি সালাতিজ্ব জুহরি সুন্নাতি রাসুলুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

জোহরের ২ রাকায়াত নফল নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকয়াতি সালাতিন্ নাফলি্ মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

* আসরের নামাজ *

আসরের নামাজ মোট আট রাকায়াত। ৪ রাকায়াত সুন্নতে গায়ের মুয়াকাদ্দা, ৪ রাকায়াত ফরজ। এই নামাজে সূরা কেরাত সব নীরবে পড়বে।

Scanned by CamScanner

আসরের ৪ রাকায়াত সুন্নত নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ اِللّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ

الْعَصْرِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ

الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা আরবায়া রাকআতি সালাতিল আসরি সুন্নাতি রাসুলুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

আসরের ৪ রাকায়াত ফরজ নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ

الْعَصْرِ فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ

الشَّرِيْفَةِ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা আরবায়া সালাতিল আসরি ফারদ্বুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

Scanned by CamScanner

* মাগরিবের নামাজ *

মাগরিবের নামাজ ৭ রাকায়াত। ৩ রাকায়াত ফরজ, ২ রাকায়াত সুন্নতে মুয়াক্কাদা, ২ রাকায়াত নফল।

মাগরিবের ৩ রাকায়াত ফরজ নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ

الْمَغْرِبِ فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى

جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ

৩য় রাকায়াতে কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা সালাসা রাকআতি মাগরিবি ফারদ্বুল্লা হি তা'আলা মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের ২ রাকায়াত সুন্নত নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ

سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ

الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকাতায় সালাতিল মাগরিবি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল্ কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

Scanned by CamScanner

মাগরিবের ২ রাকায়াত নফল নামাজের নিয়ত

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকয়াতি সালাতিন্ নাফলি্ মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

* এশার নামাজ *

এশার নামাজ ১৭ রাকায়াত। ৪ রাকায়াত সুন্নতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ, ৪ রাকায়াত ফরজ, ২ রাকায়াত সুন্নতে মুয়াক্কাদা, ২ রাকায়াত নফল, ৩ রাকায়াত বিতর ও ২ রাকায়াত নফল।

এশার ৪ রাকায়াত সুন্নত নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ

الْعِشَاءِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ

الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ . اَللّٰهُ اَكْبَر

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা আরবায়া রাকআতি সালাতিল ইশায়ী সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

Scanned by CamScanner

এশার ৪ রাকায়াত ফরজ নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ

الْعِشَاءِ فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ

الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ . اَللّٰهُ اَكْبَر

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা আরবাআ সালাতিল ইশায়ী ফারদ্বুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

এশার ২ রাকায়াত সুন্নত নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ.

سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ

الشَّرِيْفَةِ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকাআতি সালাতিল ইশায়ী সুন্নাতি রাসুলুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

এশার ২ রাকায়াত নফল নামাজ ঃ-নিয়ত পূর্বের নফল নামাজের মত হবে।

এশার ৩ রাকায়াত বিতর নামাজের নিয়ত

Scanned by CamScanner

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ

الْوِتْرِ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ

الشَّرِيْفَةِ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা সালাস রাকাআতি সালাতিল বিৎরি ওয়াজিবিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়ায যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

বিতরের নামাজ নিরবে পাঠ করতে হবে। প্রথমে দুই রাকায়াত পড়ে আত্তাহিয়াতু পাঠ করে আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়াবে এবং দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে আল্লাহু আকবর বলে দুই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে পুনরায় তাহরীমা বেঁধে দোয়া কুনুত পাঠ করবে। তার পর আল্লাহু আকবর বলে রুকু সাজদা আদায় করে আত্তাহিয়াতু দোয়া মাসুরা ও দরুদ পড়ে সালাম ফিরে নামাজ সমাপ্ত করবে। যদি দোয়া কুনুত জানা না থাকে তবে "রাব্বানা আতিনা ফিদ্ দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া কিনা আযাবান্নার" পড়িবে। (আলমগিরী ১ম খন্ড ১০৪ পৃঃ)

দো'আ কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ

عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا

Scanned by CamScanner

نَكْفُرُكَ وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ

نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَ نَسْجُدُ وَ اِلَيْكَ نَسْعٰى وَ نَحْفِدُ وَنَرْجُوْ

رَحْمَتَكَ وَ نَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

উচ্চারণ ঃ- আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাই' নুকা ও নাস্তাগ ফিরুকা ওয়ানুমিনুবিকা ওয়া নাতাও ক্কালু আ'লাইকা ওয়া নুসনী আ'লাইকাল খাইরা, ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা, ওয়া নাখলাউ ওয়া নাৎ রুকু মায়্যিফযুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকা নুসাল্লী ওয়া নাসযুদু ওয়া ইলায়কা নাসয়া ওয়া নাহ্ফিদু ওয়া নারযু রাহমা-তাকা ওয়া নাখ্শা আজাবাকা ইন্না আ'জবাকা বিল-কুফ্ফারি মূলহিক্ব।

নফল নামাজের নিয়ত পূর্বের নফল নামাজের নিয়তের মত।

বিঃদ্রঃ–নফল নামাজ দাঁড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা থেকেও বসে পড়া জায়েজ কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম। কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে দাঁড়িয়ে না পড়ে বসে পড়লে অর্ধেক নেকী। কিন্তু কারণ বশতঃ বসে পড়লে নেকী কম হবে না। আজকাল এই প্রথা হয়েছে যে, নফল নামাজ বসে পড়া দেখে মনে করছে নফল নামাজ বসেই পড়তে হয় এই ধারণা ভুল। বিতরের পরে যে নফল নামাজ পড়া হয় তারও একই হুকুম অর্থাৎ দাঁড়িয়ে পড়লে পূর্ণ নেকী। হাদীস পাকে বর্ণিত যে,নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিতরের পরে নফল নামাজ বসে পড়তেন ইহা তাঁর জন্য খাস। ইমাম ইব্রাহিম হাসবী ও সাহেবে দুর্রে মুখতার ও সাহেবে রাদ্দুল মুহতার বলেছেন যে, এই হুকুম হুজুরের জন্য খাস। (বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ১৭ পৃষ্ঠা)

Scanned by CamScanner

নামাজ পড়ার নিয়ম

নিয়ম ঃ- নামাজ পড়ার পূর্বে গোসল বা অজুর প্রয়োজন হলে গোসল এবং অজু করে কেবলা মুখি হয়ে জায়নামাজে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। তারপর সাজদার স্থানে দৃষ্টি রেখে মন হতে দুনিয়াস সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করে দুই হাত ছেড়ে জায়নামাজের দোয়া পড়বে। তারপর নামাজের নিয়ত করে তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহ আকবার বলে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ দুই কানের লতি বরাবর উঠিয়ে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে তাহরিমা বাঁধবে। তারপর নিরবে "সানা" সুবহানাকা শেষ পর্যন্ত পড়বে। তারপর আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতেহা পড়ার পর আস্তে আমিন বলবে। তারপর আবার বিসমিল্লাহ পাঠ করে যে কোন একটি সূরা বা কোরআন শরীফের ছোট তিন আয়াত বা বড় এক আয়াত পাঠ করবে। তারপর আল্লাহ আকবার বলে রুকু করবে। রুকু এভাবে করবে যাতে পিঠ ও মাথা সমান উচু থাকে এবং দুই হাতের তালু হাঁটুর উপর থাকে। হাতের আঙ্গুলগুলি সাধারণ ভাবে খোলা রাখবে। রুকুতে রুকুর তাসবীহ অর্থাৎ "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" তিনবার পাঁচবার বা সাতবার পাঠ করবে। তারপর তাসমিয়া অর্থাৎ "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং "রাব্বানা লাকাল হামদ" বলবে। মোক্তাদীগণ কেবলমাত্র রাব্বানা লাকাল হামদ বলে ইমামের সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াবে। তারপর আল্লাহ আকবার বলে প্রথমে দুই হাঁটু তারপর দুই হাত

Scanned by CamScanner

তারপর নাক তারপর কপাল মাটিতে রেখে সাজদা করবে। সাজদার সময় দৃষ্টি নাকের দিকে থাকবে, দুই হাত দুই কানের নিকট, দুই হাত বগল হতে এবং উরু পেট হতে আলাদা থাকবে, পা দুটি মিলাবে না। পায়ের সমস্ত আঙ্গুলগুলো কেবলার দিকে করবে এবং পায়ের আঙ্গুলগুলোর পেট মাটিতে লেগে থাকবে। সাজদায় সাজদার তাসবীহ তিনবার, পাঁচবার, বা সাতবার সুবহানা রাব্বিয়াল আলা পড়বে। তারপর তাকবীর বলে মাথা তুলবে এবং ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে বসবে। দুই হাত হাঁটুর উপর রেখে আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিক ভাবে খোলা রেখে কেবলা মুখি হয়ে বসবে এবং দৃষ্টি বুকের দিকে রাখবে। তারপর আবার তাকবীর বলে পূর্বের ন্যায় সাজদাহ করবে এবং সাজদার তাসবীহ পড়বে। তারপর তাকবীর বলতে বলতে দুই হাত হাঁটুর উপর রেখে (বিনা কারণে মাটিতে হাত লাগিয়ে উঠবে না) সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এ ভাবে প্রথম রাকায়াত নামাজ শেষ হয়ে দ্বিতীয় রাকায়াত নামাজ আরম্ভ হবে।

তারপর তাসমীয়া অর্থাৎ বিসমিল্লাহ পাঠ করে সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন একটি সূরা বা আয়াত পাঠ করে প্রথম রাকায়াতের মত দ্বিতীয় রাকাতেও রুকু সাজদা আদায় করবে। এই রাকায়াতে সানা ও আউজুবিল্লাহ পড়তে হবে না। দ্বিতীয় রাকায়াতের দ্বিতীয় সাজদার পর ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে স্থির-ভাবে বসবে এবং আত্তাহিয়াতু, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পাঠ করে প্রথমে ডানদিকে মুখ ফিরিয়ে

Scanned by CamScanner

"আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি" বলে এবং পরে বাম দিকে মুখ ফিরে সালাম ফিরাবে, এই ভাবে দুই রাকায়াত নামাজ শেষ হবে। তিন রাকায়াত নামাজ পড়তে হলে পূর্বের লিখিত নিয়ম অণুসারে দ্বিতীয় রাকায়াতের বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে আল্লাহু আকবার বলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং তারপর বিসমিল্লাহ ও সূরা ফাতিহা পড়ে পূর্বের ন্যায় রুকু সাজদা শেষ করে বসবে তারপর আত্তাহিয়াতু, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পাঠ করে দ্বিতীয় রাকায়াতের ন্যায় সালাম ফিরাবে। এরূপে তিন রাকায়াত নামাজ শেষ হবে।

যদি চার রাকায়াত নামাজ পড়তে হয় তবে পূর্বের নিয়ম অনুসারে তৃতীয় রাকায়াতে না বসে আল্লাহ আকবার বলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে তারপর বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা পাঠ করে রুকু সাজদা আদায় করে বসবে এবং আত্তাহিয়াতু, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পাঠ করে দুই দিকে সালাম ফিরাবে। এ ভাবে চার রাকায়াত নামাজ সমাপ্ত হবে। নামাজ শেষ হয়ে আয়তাল কুরসী একবার, তৌবার দোয়া একবার এবং একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে মুনাজাত করবে। নামাজ সুন্নাত বা নফল হলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়তে হবে এবং ক্বেরাত নীরবে পড়তে হবে। যদি নামাজ পাঠকারী মুক্তাদী হয় অর্থাৎ জামায়াতের সঙ্গে ইমামের পিছনে নামাজ পড়ে তবে সূরা ফাতিহা বা অন্য সূরা পড়তে হবে না। ইমাম জোরে ক্বেরাত পড়ুক অথবা নীরবে। কেননা ইমামের পিছনে ক্বেরাত করা জায়েজ নয়। (মুসলীম শরীফ, ১ম খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা)

Scanned by CamScanner

নামাজে মহিলাদের বিশেষ নিয়মাবলী

মহিলাগণ তাকবীর তাহরীমার সময় পুরুষদের ন্যায় কান পর্যন্ত হাত না উঠিয়ে বরং কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে বাম হাতের তালু বুকের উপর রেখে তার পিঠের উপর ডান হাতের তালু রাখবে। রুকুতে অতিরিক্ত বেশী ঝুঁকবে না অর্থাৎ এতটা পরিমান যেন হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায় এরকম রুকুতে পিঠ বরাবর করবে না এবং হাঁটুর উপর খুব জোর দিবে না কেবল মাত্র হাঁটুতে হাত রাখবে। আর হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে। পাগুলি সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখবে। মহিলাগণ মিলিয়ে সাজদা করবে। অর্থাৎ দুই বাজুকে বগলের সঙ্গে এবং পেটকে উরুর সঙ্গে এবং উরুকে পায়ের গোছার সঙ্গে ও পায়ের গোছাকে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে। বসার সময় বাম পায়ের উপর বসবে না বরং দুই পাকে ডান দেকে বের করে দিয়ে পাছার উপর বসবে। মহিলাগণও দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে। অনেক মহিলা ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত নামাজ বসে পড়ে ইহা ভুল। যে মহিলাগণ বিনা কারণে বসে ফরজ ও ওয়াজেব নামাজ পড়েছে সে সমস্ত নামাজের কাজা আদায় করতে হবে এবং তৌবা করতে হবে।

মহিলাদের পুরুষদের ইমামতি করা না জায়েজ কখনই তারা পুরুষদের ইমামতি করতে পারে না। কেবলমাত্র মহিলাদের জামায়াত করা অর্থাৎ মহিলা ইমাম ও মহিলা মুক্তাদী ইহা ও মাহরুহ তাহরিমী ও নাজায়েজ।

Scanned by CamScanner

মসলা ঃ- নারীদের উপর জুময়া, ঈদ, বকরাঈদ এর নামাজ ওয়াজিব নয়। পাঁচ ওয়াক্তোর নামাজের জন্য নারীদের মাসজিদে যাওয়া নিষেধ।

মসলা ঃ- নামাজের পর দোয়া চাওয়া সুন্নত এবং হাত উঠিয়ে দোয়া চাওয়া এবং দোয়ার পর হাত মুখমন্ডলের উপর বুলিয়ে নেওয়া সুন্নত হতে প্রমানিত কিন্তু চুমা দেওয়া প্রমাণিত নাই। (ফাতাওয়ায়ে রাজাবীয়া ২য় খন্ড ৭২ পৃষ্ঠা)

মসলা ঃ- সালামের পর ইমামের কাবার দিকে মুখ করে থাকা প্রত্যেক নামাজেই মাকরুহ। মুখ উত্তর দক্ষিণ বা পূর্ব দিকে করতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি ইমামের সামনা সামনি পিছনে যদিও শেষ কাতারে হয় নামাজ পড়ে তবে ইমাম পূর্ব দিকে মুখ করবে না। উদ্দেশ্য একমাত্র মুখ ফিরানো যদি মুখ না ফিরায় কেবলার দিকে মুখ করে থাকে তবে মাকরুহ হবে এবং সুন্নত পরিত্যাগকারী হবে। জোহর, মাগরিব, ও এশার পর দোয়া লম্বা যেন না হয়। (ফাতাওয়ায়ে রাজাবীয়া ৩য় খন্ড ৭৪ পৃষ্ঠা)

মসলা ঃ- মুনাজাতের শেষে বা হাক্কে অথবা বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মহাম্মদূর রাসুলুল্লাহ বলা জায়েজ। (ফাতাওয়ায়ে দামানে মুস্তাফা ২য় খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

————নামাজের ফরজ সমূহ————

নামাজের মধ্যে ৭টি ফরজ যথা–১) তাকবীরে তাঁহরীমা ২) ক্বিয়াম (দাঁড়ান) ৩) ক্বিরাত ৪) রুকু ৫) সাজদা ৬) কায়েদা আখেরা (শেষ বৈঠক) ৭) কায়েদা আখেরার পর নামাজ সমাপ্ত করা (সালাম ফিরিয়ে)

Scanned by CamScanner

যদি ইহার মধ্যে হতে কোন একটি ছুটে যায় বা পরিত্যাগ করে তবে নামাজই হবে না। (বাহারে শরীয়ত)

নামাজের ওয়াজিব সমূহ ঃ- ১) তাকবীর তাহরীমা বলার সময় আল্লাহু আকবর বলা ২) পূর্ণ সূরা ফাতেহা পড়া ৩) ফরজ নামাজে ১ম দুই রাকায়াতে ক্বেরাত পড়া ৪) সূরা ফাতেহা অন্য সূরার প্রথমে পড়া ৫) দুই বৈঠকেই পূর্ণ আত্তাহিয়্যাতু পড়া ৬) প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পর কিছু পাঠ না করা ৭) দুই সালামে কেবল মাত্র আসসালামু বলা ৮) বেতরের নামাজে দোয়া কুনুত পড়া ৯) দোয়া কুনুত পড়ার জন্য তাকবীর বলা ১০) দুই ঈদের নামাজের ছয় তাকবীর ১১) প্রত্যেক রাকায়াতে একবার রুকু করা এবং দুই সাজদা দেওয়া ১২) সাজদার আয়াত পড়লে সাজদা করা প্রভৃতি । ইহা ছুটে গেলে সোহ্ সাজদা করা ওয়াজেব। (বাহারে শরীয়ত)

=ঃ নামাজ ভঙ্গ হওয়ার কারণ সমূহ ঃ=

১) নামাজে কথা বললে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায় ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত, বেশী বা কম হলে, নিজ খুসিতে অথবা কারো চাপে পড়ে ২) নামাজের মধ্যে কাউকে সালাম করা বা সালামের জওয়াব দেওয়া ৩) কারো হাঁচির জওয়াব দিলে ৪) আনন্দের সংবাদ শুনে আলহামদুলিল্লাহ পড়লে অথবা দুঃখের সংবাদ শুনে ইন্না লিল্লাহি পড়া অথবা আশ্চর্য্যের সংবাদ শুনে সুবহানাল্লাহ পড়লে ৫) নামাজ অবস্থায় অন্য নামাজিকে লোকমা দিলে ৬) ইমাম যদি মুক্তাদী ছাড়া অন্য কারো লোকমা গ্রহণ করে ৭) নামাজের

Scanned by CamScanner

মধ্যে আহ্ উহ্ উফ্ তুফ এ ধরণের ব্যাথা অথবা কষ্টের কারণে যদি বের হয় অথবা জোরে কান্না করে এবং যদি শব্দের সৃষ্টি হয় তবে যদি কান্নায় অশ্রুপাত হয় কোন আওয়াজ বা শব্দ বের না হয় তবে কোন ক্ষতি নাই ৮) নামাজে কোরআন শরীফ দেখে পড়লে ৯) আমলে কাসীর করলে অর্থাৎ এ রকম অতিরিক্ত কর্ম করা যাতে দেখে মনে হয় সে নামাজের মধ্যেই নাই ১০) নামাজের মধ্যে জামা, পায়জামা অথবা লুঙ্গি পরিধান করলে ১১) নামাজে কোন বস্তু খেলে অথবা পান করলে ১২) পাগল অথবা বেহুঁশ হলে প্রভৃতি । (কানুনে শরীয়ত)

=ঃ নামাজ মাকরুহ হওয়ার কারণ সমূহ ঃ=

১) কাপড় শরীর অথবা দাড়ীর সঙ্গে খেলা করা ২) কাপড় গোছান অর্থাৎ সাজদায় যাওয়ার সময় কাপড় আগে অথবা পিছনে তোলা ৩) কনুই এর উপর জামার আস্তিন উঠান ৪) পেচ্ছাব পায়খানার পীড়া হওয়ার পরও নামাজ পড়া ৫) আঙ্গুল ফুটানো ৬) এদিক ওদিকে দেখা বা আকাশের দিকে তাকানো ৭) নাক মুখকে ঢেকে নামাজ পড়া ৮) বিনা কারণে কাশা ৯) ইচ্ছাকৃত হাম তোলা ১০) জামার বোতাম না লাগানো ১১) অলসতা করে বিনা টুপিতে নামাজ পড়া ১২) জ্বলন্ত আগুনের সম্মুখে নামাজ পড়া কিন্তু বাতি বা হারিকেন থাকলে কোন ক্ষতি নাই ১৩) বিনা কারণে হাত দিয়ে মাছি অথবা মশা উড়ানো ১৪) কোরআন মাজীদ উল্টা করে পড়া ১৫) উল্টা করে কাপড় পোষাক পরা ১৬) সাজদায় যাওয়ার সময় হাঁটুর আগে হাত রাখা ১৭) উঠার সময় হাতের

Scanned by CamScanner

পূর্বেই হাঁটু উঠানো ১৮) ইমামের মেহরাবের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে দাঁড়ানো ১৯) ইমামের একাই উঁচু স্থানে দাঁড়ানো ২০) বিনা কারণে মাসজিদের ছাদের উপর নামাজ পড়া প্রভৃতি। (বাহারে শরীয়ত)

=ঃ)যে কারণে নামাজ ভঙ্গ করতে পারে (ঃ=

১) যদি কোন ব্যক্তি ডুবে যায় অথবা আগুনে পুড়ে যায় বা কোন অন্ধ কুঁয়োতে পড়ে যায় এসব অবস্থায় নামাজ ভঙ্গ করা ওয়াজেব। ২) কোন ব্যাক্তিকে কেউ যদি হত্যা করে এবং সে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং নামাজীর যদি ক্ষমতা থাকে তাকে বাঁচানোর তবে তার জন্য ওয়াজেব যে নামাজ ভঙ্গ করে তাকে বাঁচানো। ৩) পেচ্ছাব ও পায়খানার পীড়া যদি নিজ আয়ত্বের বাইরে যায় তবে নামাজ ভঙ্গ করতে পারে। সাপ অথবা বিচ্ছুর দংশনের ভয় হলে। ৪) নিজ অথবা অন্যের যদি এক দিহরাম ক্ষতির ভয় হয় যেমন দুধ গরম করতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হয় অথবা গোস্ত তরকারী পুড়ে যাওয়ার সম্ভবনা হয়। ৫) নামাজ পড়া অবস্থায় যদি রেলগাড়ী ছুটে যায় এবং নিজ আসবাবপত্র রেল গাড়ীতে থাকে অথবা গাড়ী ছুটে যাওয়াতে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে তবে নামাজ ভঙ্গ করে রেলগাড়ী ধরা জায়েজ।

(জান্নাতি জেওর)

Scanned by CamScanner

–ঃ জামায়াত ও ইমাম ঃ–

জামায়াতে নামাজ পড়ার খুব বেশী তাগিদ এবং তার সওয়াব ও অনেক বেশী এমনকি জামায়াত সহকারে নামাজ বিনা জামায়াতের নামাজ অপেক্ষা ২৭ গুন বেশী সওয়াব।

(মেশকাত শরীফ)

পুরুষদের জামায়াত সহকারে নামাজ পড়া ওয়াজেব। বিনা কারণে একবার ও জামায়াত পরিত্যাগকারী গোনাহগার। বিনা কারণে জামায়াত পরিত্যাগে অভ্যস্থ হলে ফাসেক হবে। তার সাক্ষী গ্রহণ যোগ্য নয়।

মসলা ঃ- ইমামকে মুসলমান, পুরুষ, জ্ঞানী, সাবালক, নামাজের মসলা মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং ওজরহীন হওয়া জরুরী।

মসলা ঃ- ফাসেক মলীন যেমন শরাবী, জুয়ারী, জেনাকার, সুদখোর, চুগলখোর. দাড়ী মুন্ডান বা এক মুষ্টির কম রাখা ব্যাক্তির পিছনে নামাজ পড়প মাকরুহ তাহরিমী এবং নামাজ দ্বিতীয়বার পড়া ওয়াজেব।

মসলা ঃ- রাফেজী, খারেজী, ওহাবী যেমন দেওবন্দী, তাবলিগী, জামাতে ইসলামী ও অন্যান্য বদ মাজহাবদের পিছনে নামাজ পড়া না-জায়েজ ও গোনাহ। যদি ভুল করে পড়ে নেয় তবে দ্দিতীয়বার পড়তে হবে।

(বাহারে শরীয়ত, ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল)

Scanned by CamScanner

=ঃ) নামাজের পর জিকর ও দোয়া (ঃ=

নামাজের পর জিকর এবং দোয়া পড়া সম্পর্কে অনেক হাদাস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে যেগুলি সম্ভব পড়বে কিন্তু জোহর মাগরিব এশার নামাজে সমস্ত ওযীফা সুন্নত নামাজের পর পড়িবে। সুন্নাতের পর সংক্ষিপ্ত দোয়া পরিবে, না হলে সুন্নাতের সওয়াব কম হয়ে যাবে।

মাসনুন ওযীফা ঃ- প্রত্যেক নামাজের পর তিনবার ইস্তেগফার, একবার আয়াতুল কুরসী, একবার সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়বে। তেত্রিশ বার সুবহানাল্লা, তেত্রিশ বার আলহামদু লিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহ আকবার পাঠ করবে। প্রত্যেক নামাজের পর মাথার অগ্রভাগে হাত রেখে পাঠ করবে বিসমিল্লাহিল লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়ার রহমানুর রাহীম। আল্লাহুম্মা আজহিব আন্নিল হাম্মা ওয়াল হুজনা পড়ে মাথার পিছন পর্যন্ত ফিরাবে। (বাহারে শরীয়ত) তিরমিজি শরীফে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঐ ব্যক্তি আমার নিকটবর্তী হবে যে ব্যক্তি সব চেয়ে বেশী আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করে। এজন্য প্রত্যেক মুমিন এবং মুসলমানের উচিৎ নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর বেশী বেশী করে দরুদ শরীফ পাঠ করা। রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে নবীপাকের উপর দরুদ ও সালাম পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

Scanned by CamScanner

দরুদ শরীফ ঃ-

১) আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়েদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

২) সাল্লাল্লাহু আলান নাবিয়িল উম্মি ওয়া আলিহী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বালাতাঁও ওয়া সালামান আলায়কা ইয়া রাসুলাল্লাহ।

৩) আল্লাহু রাব্বু মুহাম্মাদিন সাল্লা আলায়হি ওয়া সাল্লামা নাহনু ইবাদু মাহাম্মাদিন সাল্লা আলায়হি ওয়া সাল্লামা

(আনওয়ারুল হাদীস)

Scanned by CamScanner

=ঃ) জুময়ার নামাজ (ঃ=

জুময়ার নামাজ ফরজ। ইহার ফরজ জোহর নামাজ অপেক্ষা অধিক। ইহা অস্বীকারকারী কাফের। (দুর্রে মুখতার ১ম খন্ড ৫৩৫ পৃষ্ঠা) হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যাক্তি তিন জুময়া পরপর ত্যাগ করবে সে ইসলামকে পিঠের পিছনে ফেলে দিবে। সে মুনাফিক (বাহারে শরীয়ত)

জুময়ার নামাজ ফরজ হওয়ার জন্য এগারো টি শর্ত আছে ঃ–১) শহরের অধিবাসী হওয়া ২) স্বাধীন হওয়া ৩) সুস্থ হওয়া ৪) পুরুষ হওয়া ৫) জ্ঞানবান হওয়া ৬) সাবালক হওয়া দৃষ্টি শক্তি থাকা ৮) গমন শক্তি থাকা ৯) বন্দি না হওয়া ১০) শাসনকর্তা বা অত্যাচারীর ভয় না থাকা ১১) অতিরিক্ত বৃষ্টি অথবা তুফান হওয়া যাতে কঠিন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। (দুর্রে মুখতার)

জুময়া জায়েজ হওয়ার জন্য ৬টি শর্ত–উহার মধ্যে হতে যদি কোন একটি শর্ত পুরণ না হয় তবে জুময়া জায়েজ হবে না। ১) শহর বা তার পার্শবর্তী ২) ইসলামিক বাদশাহ বা তার কোন প্রতিনিধি জুময়া কায়েম করবে। যদি সেখানে ইসলামী শাসন না থাকে তবে সব থেকে অভিজ্ঞ সুন্নী সহীহুল আকিদার আলেমে দ্বীন শহরে জুময়া ক্বায়েম করবে। তার অনুমতি ছাড়া জুময়া কেউ কায়েম করতে পারবে না। ৩) জোহরের সময় হওয়া ৪) জুময়ার পূর্বে খোৎবা পাঠ করা । ৫) জামায়াত হওয়া অর্থাৎ ইমাম ছাড়া কমপক্ষে তিন জন পুরুষ হওয়া জরুরী। ৬) সর্ব সাধারণের প্রবেশাধিকার থাকা।

Scanned by CamScanner

বিঃ দ্রঃ-ছোট ছোট গ্রামে জুময়া পড়া উচিৎ নয় বরং তাদের প্রতিদিনের মত জোহরের নামাজ জামায়াত সহকারে পড়া দরকার। তবে যে সব গ্রামে প্রথম হতে জুময়া কায়েম আছে তাদের জুময়া বন্ধ করতে হবে না। সাধারণ মানুষ যে ভাবে আল্লাহ রাসুলের নাম স্মরণ করে ইহাই সৌভাগ্য। কিন্তু ঐ ব্যক্তিদের চার রাকায়াত জোহরের নামাজ পড়া জরুরী।

মসলা ঃ- খোতবা আরবী ভাষায় হওয়া দরকার। আরবী ছাড় অন্য কোন ভাষায় সম্পূর্ণ খোতবা পড়া বা অন্য ভাষার সংমিশ্রণ করা সুন্নত বিরোধী ও মাকরুহ। খোতবায় কবিতা বা কবিতার অংশ যদি ও তা আরবী ভাষায় হয় পড়া সঠিক নয়।

(বাহারে শরীয়ত)

মসলা ঃ- ইমামের সামনে যে আযান দেওয়া হয় মুক্তাদিগণের তার জবাব দেওয়া উচিৎ নয়। (ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া)

মসলা ঃ- যে বিষয় সমূহ নামাজে হারাম যেমন খাওয়া, পান করা, কথা বলা,, সালাম দেওয়া বা নেওয়া প্রভৃতি ইহা খোতবা অবস্থাতেও হারাম।

মসলা ঃ- ইমাম যখন মিম্বরে বসবে তখন তার সামনে মাসজিদের বাইরে দ্বিতীয়বার আজান দিবে। কেননা ফোকাহে কেরামগণ মাসজিদের মধ্যে আযান দেওয়া মাকরুহ বলেছেন।

(বাহারে শরীয়ত)

Scanned by CamScanner

=ঃ) তাহ্হয়াতুল ওজু (ঃ=

ওজুর পর অঙ্গ প্রত্যাঙ্গ শুকার পূর্বে দুই রাকায়াত নামাজ পড়া মুস্তাহাব।

=ঃ) নিয়ত (ঃ=

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتِى صَلٰوةِ تَحِيَّةُ

الْوَضُوْءِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالَيْرُ . مُتَوَجِّهًا اِلٰى

جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ . اَللّٰهُ اَكْبَ

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকআতি সালাতি তাহাইয়াতুল ওযুয়ে সুন্নাতি রাসূলুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

=ঃ) দুখুলুল মসজিদ (ঃ=

যে ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করবে তার জন্য উত্তম হচ্ছে মাসজিদে বসার পূর্বেই দুই রাকায়াত নামাজ পড়া সুন্নত এবং বাল হচ্ছে চার রাকায়াত নামাজ পড়া।

=ঃ) নিয়ত (ঃ=

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

Scanned by CamScanner

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকআতি সালাতি দুখুলিল মসজিদে মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

=ঃ) চার রাকায়াত ক্বাবলাল জুময়ার নিয়ত (ঃ=

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ

قَبْلَ الْجُمُعَةِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ

الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা আরবা আ' রাকআতি ক্বাবলুল যুমআতে সুন্নাতু রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

তারপর ইমাম যখন মিম্বরে বসবেন মুয়াজ্জিম দ্বিতীয়বার আযান দিবে। ইমাম ১ম খোতবা পড়ে কিছুক্ষণ বসবে। (তিন আয়াত পড়ার সময় পর্যন্ত) পুনঃরায় দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খোতবা পড়বে। কিন্তু বাংলা অথবা উর্দুতে কোন ওয়াজ নসিহত করবে না। যদি ওয়াজ নসিহত করার প্রয়োজন হয় তবে খোতবার আযানের পূর্বের তা করবে।

Scanned by CamScanner

মুসাল্লীগণ নীরবে খোতবা শ্রবণ করবে। নামাজ ও পড়বে না। খোতবার শেষে মুয়াজ্জিন একামত বলবে যখন হাইয়্যা আলাস স্বালাহ বা হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলবে তখন ইমাম মুক্তাদী সকলেই দাঁড়াবে। ইহার পর ইমাম জোরে ক্বেরাত সহকারে দুই রাকায়াত ফরজ নামাজ পড়াবেন।

=ঃ) জুম্মার দুই রাকায়াত ফরজ নামাজের নিয়ত (ঃ=

نَوَيْتُ اَنْ اُسْقِطَ عَنْ ذِمَّتِىْ فَرْضَ الظُّهْرِ بِاَدَآءِ

صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ فَرْضِ لِلّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى

جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসক্বিত আ'ন জিম্মাতি ফারদ্বাজ জুহরি বি আদায়ি রাকআতি সালাতিল যুমআতি ফারদ্বুল্লাহি তা'আলা ইক্বতাদাইতু বিহাযাল ইমামি মুতাওয়াযিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

=ঃ) চার রাকায়াত বা'দাল জুম্মার নিয়ত (ঃ=

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ بَعْدَ

الْجُمُعَةِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ

الشَّرِيْفَةِ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

Scanned by CamScanner

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা আরবা আ' রাকআতি বা'দাল যুমআতি সুন্নাতু রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

=ঃ) ২ রাকায়াত সুন্নাতুল ওয়াক্তের নিয়ত (ঃ=

نَوَيْتُ اَن اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَى صَلٰوةِ سُنَّةِ

الْوَقْتِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى

جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকআতি সালাতিল সুন্নাতিল ওয়াক্তি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

=ঃ) ইহার পর দুই রাকায়াত নফল নামাজ পড়বে (ঃ=

নিয়ত পূর্বের নফল নামাজের মত।

=ঃ) তারাবীহ নামাজ (ঃ=

তারাবীহ নামাজ পুরুষ ও নারী সকলের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ইহা ত্যাগ করা কারো জন্য জায়েজ নয়। জুমহুর ওলামাগণের নিকট তারাবীহ নামাজ ২০ রাকায়াত এবং ইহা হাদীস হতে প্রমাণিত।

Scanned by CamScanner

সহীহ সনদ মুতাবেক সায়েব ইবনে ইয়াজিদ হতে বর্ণিত যে ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সময় কালে মানুষেরা বিশ রাকায়াত তারাবীহ নামাজ পড়তেন এবং ওসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমাদের সময়কালে এভাবে পড়া হতো। বোখারী শরীফের শারাহ উমদাতুল ক্বারী ৫ম খন্ড ৩৫৫ পৃষ্ঠা। আল্লামা ইবনু আব্দুল বার বলেছেন, তারাবীহ নামাজ ২০ রাকায়াত জুমহুর উলামাগণের নিকট। নুরুল ইজার শারাহ মারকিল ফালাহ এ বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামগণের ইজমা যে তারাবীহ নামাজ ২০ রাকায়াত। মূল্লা আলী ক্বারী আলায়হির রহমা মিরকাত ২য় খন্ড ১৭৫ পৃষ্ঠায় বলেন সাহাবায়ে কেরামগণ একমত যে তারাবীহ নামাজ ২০ রাকায়াত।

২০ রাকায়াত নামাজ ১০ সালামের সহিত আদায় করতে হবে। পুরুষগণ জামায়াত সহকারে আদায় করবে এবং মহিলাগণ একাকী বাড়ীতে আদায় করবে। পুরুষগণ একাকী পড়লেও আদায় হবে তবে জামায়াতের সওয়াব পাবে না। তারাবীহর সময় এশার ফরজ ও সুন্নতের পর এবং বেতরের নামাজের পূর্বে আদায় করতে হবে। রমজান মাসে বেতরের নামাজ তারাবীহ নামাজের পরে জামায়াত সহাকারে পড়া উত্তম। যদি এশার ফরজ নামাজ একাকী পড়ে তবে বেতর নামাজও একাকী পড়বে।

রমজান মাসের চাঁদ উদিত হলে সেই রাত্রি হতেই এশার নামাজের পর তারাবীহ নামাজ পড়তে হয়।

Scanned by CamScanner

=ঃ) তারাবীহ নামাজের নিয়ত (ঃ=

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَابِيْحِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকায়াতায় সুলাত্তি তারাবীহ সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

চার রাকায়াতের পর কিছুক্ষণ বসা মুস্তাহাব। এই বসার সময় চুপচাপ থাকতে পারে বা কালেমা বা কোরআন শরীফ তেলাওয়াত অথবা দরুদ শরীফ অথবা এই তাসবীহ ও পড়তে পারে। (বাহারে শরীয়ত)

=ঃ) তারাবীহ নামাজের তাসবীহ (ঃ=

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّتِ وَ الْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَ الْقُدْرَةِ وَلْكِبْرِيَآءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَايَنَامُ وَلَايَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا . سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَ الرُّوْحِ .

Scanned by CamScanner

উচ্চারণ ঃ-সুবহানা যিলমূলকি ওয়াল মালাকুতে সুবহানা যিল ইজ্জাতি ওয়াল আযমাতি ওয়ালি হাইবাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়ায়ি ওয়াল জাবারূতি, সুবাহানাল মালিকিল হাইয়িল্লাযি লা-ইয়ানামু ওয়ালা ইয়ামুতু আবাদান আবাদা, সুবুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ।

প্রতি চার রাকায়াতের পর অথরা ২০ রাকায়াতের শেষে মুনাজাত করবে। মুনাজাতে যে কোন দোয়া অথবা নিম্নের দোয়াটি পড়তে পারে।

=ঃ) তারাবীহ নামাজের দোয়া (ঃ=

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُکَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوْذُ بِکَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ بِرَحْمَتِکَ يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَارَحِيْمُ يَا جَبَّارُ يَاخَالِقُ يَابَارُّ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَامُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِکَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

উচ্চারণ ঃ-আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্ আলুকাল জান্নাতা ওনা য়াইযুবিকা মিনান্নারি, ইয়া খা-লিকাল্ জান্নাতি ওয়ান্নার বিরাহ্ মাতিকা ইয়া আযীযু ইয়া গাফফারু ইয়া কারীমু ইয়া সাত্তারু, ইয়া রাহিমু, ইয়া জাব্বারু, ইয়া খা-লিকু, ইয়া বাররু, আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নারি ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু বিরাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

Scanned by CamScanner

মসলা ঃ-তারাবীহর নামাজে একবার কোরআন মাজীদ খতম করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। দুইবার ফযিলত, তিনবার আফজল। মানুষের অলসতার কারণে কোরআন মাজীদ খতম পরিত্যাগ করা উচিৎ নয়। (দুর্রে মুখতার)

মসলা ঃ-যদি কোন কারনে খতম তারাবীহ না হয় তবে সূরা তারাবীহ পড়বে এবং তার জন্য সহজ নিয়ম বলা হয়েছে সূরা ফিল হতে সূরা নাস পর্যন্ত দুইবার পড়লে ২০ রাকায়াত পূর্ন হয়ে যাবে। (আলমগিরী)

=ঃ) রোজার বিবরণ (ঃ=

রোজা নামাজের মত ফরজে আইন। ইহার ফরজ অস্বীকারকারী কাফের। বিনা কারণে পরিত্যাগকারী কঠিন গোনাহগার এবং জাহান্নামের আযাবের উপযুক্ত।

রোজা সংজ্ঞা ঃ-আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের নিয়তে সোবেহ সাদেক হতে সূর্য্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত খাওয়া, পান করা, এবং স্ত্রী সহবাস হতে বিরত থাকাকে রোজা বলে।

=ঃ) রোজার নিয়ত (ঃ=

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هٰذَا.

নওয়াইতু আন আসুমা গাদান লিল্লাহি তায়ালা মিন ফারদে রমদ্বানা হাজা

Scanned by CamScanner

=ঃ) ইফতারের দোয়া (ঃ=

اَللّٰهُمَّ لَکَ صُمْتُ وَ عَلٰی رِزْقِکَ اَفْطَرْتُ .

আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ওয়ালা রিজকিকা আফতারত

প্রথমে বিসমিল্লাহ পাঠ করে ইফতার করবে তারপর উক্ত দোয়াটি পাঠ করবে। (ফাতাওয়ায়ে রাজাবীয়া ৪র্থ খন্ড ৬৫১ পৃঃ)

রোজা ভঙ্গের কারণ যাতে কাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়

রোজা রেখে ইচ্ছাকৃত ভাবে দিনের বেলায় সামান্য পরিমান খেলে বা পান করলে, স্ত্রী সহবাস করলে, বিড়ি তামাক পান করলে।

কাফফারা ঃ একটি গোলাম আজাদ করে দেওয়া অথবা একাদীক্রমে ৬০টি রোজা রাখা, অক্ষমতায় ৬০ জন মিশকিনকে দু-বেলা পেট পুরে খেতে দেওয়া।

যাতে রোজা ভঙ্গ হয় কাজা আদায় করতে হয় কিন্তু কাফফারা দিতে হয় না।

১) জোর পূর্বক কোন দ্রব্য খাইয়ে দিলে, ২) দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা কোন দ্রব্য খেয়ে নিলে, ৩) কানে তেল ঢাললে, ৪) নস্যি নিলে, ৫) ভুল করে কোন দ্রব্য খেয়ে বা পান করে রোজা ভেঙ্গে গেছে এই ধারণায় আবার খেলে বা পান করলে, ৬) স্ত্রী লোকের হায়েজ বা নেফাস এলে,

Scanned by CamScanner

৭) সুর্য অস্ত গেছে ভেবে পূর্বেই ইফতার করলে, ৮) স্ত্রী আলিঙ্গনে বা চুম্বনে বির্যপাত হলে, ৯) কুল্লি বা গোসল করার সময় ভুলক্রমে পানি পেটে গেলে, ১০) রাত্রি আছে ভেবে সোবেহ্ সাদেকের পর সাহরী খেলে, ১১) ইচ্ছা পূর্বক বমি করলে।

=ঃ) যাতে রোজা ভঙ্গ হয় না (ঃ=

১) ভুল বশতঃ খেলে বা পান করলে, ১) রাত্রে অথবা দিনে স্বপ্নদোষ হলে, ১) চোখে সুরমা লাগাইলে, ১) দাঁতন করলে, ১) শরীরে তেল মাখলে, ১) সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করলে, ১) অনিচ্ছায় বমি করলে, ১) থুথু গিললে, ১) অনিচ্ছায় ধোঁয়া গলার মধ্যে প্রবেশ করলে, ১) ইনজেকসন নিলে।

বিঃ দ্রঃ–যদি গুল মাজন ব্যবহারে নেশা হয় এবং তার ব্যবহার তাম্বকু বা জর্দা খাওয়ার মত কাজ হয় তবে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে নচেৎ ভঙ্গ হবে না। বিনা প্রয়োজনে রোজা অবস্থায় যে কোন মাজন ব্যবহার করা মাকরুহ।

=ঃ) এ'তেকাফ (ঃ=

রমজান মাসের ২০ তারিখের সূর্য্য অস্ত যাবার পূর্ব হতে ঈদের চাঁদ উঠা পর্যন্ত মাসজিদে এতেকাফ করা সুন্নতে কেফায়া. মহল্লায় কমপক্ষে একজনকেও করা উচিৎ না হলে সকলেই গোনাহগার হবে।

Scanned by CamScanner

মসলা ঃ-এতেকাফ কারী ব্যতীত অন্য ব্যক্তিদের মাসজিদে ইফতার করা, খাওয়া বা পান করা না জায়েজ

(ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া)

=ঃ) সাদকায়ে ফিতর (ঃ=

রোজার পবিত্রতা ও গরীব মানুষের সাহায্যের জন্য প্রত্যেক আজাদ মুসলমান যিনি মালেকে নেসাব তার ও তার নাবালক সন্তানদের পক্ষ হতেসাদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজেব।

ফিতরার পরিমান ঃ ২কেজি ৪৫ গ্রাম গম বা গমের মূল্য কিংবা ৪ কেজি ৯০ গ্রাম যব বা যবের মূল্য। বাজার দরে আদায় করতে হবে, রেশনদর গ্রহণ যোগ্য নয়।

=ঃ) রোজার মাকরুহ সমূহ (ঃ=

১) মিথ্যা, পরনিন্দা, চুগলখোরী, গালীগালাজ, ফালতু কথাবার্তা, কাউকে কষ্ট দেওয়া, এই বিষয় সমূহ সর্বদা নাজায়েজ ও হারাম এবং রোজা অবস্থায় কঠিন হারাম। ইহার কারণে রোজা মাকরুহ হবে। ২) স্ত্রী চুম্বন, স্পর্শ ও আলীঙ্গন, পানীর মধ্যে বায়ু নির্গত করা ৩) মুখে থুথু একত্রিত করে গিলে নেওয়া ৪) বিনা কারণে কোন দ্রব্য চিবানো বা চেখে দেখা (বাহারে শরীয়ত)

মসলা ঃ-খসবু আতর ব্যবহার করলে বা দাড়ী গোঁফে লাগালে বা সুরমা ব্যবহার করলে রোজা মাকরুহ হয় না।

মসলা ঃ-রোজা অবস্থায় দাঁতন করা মাকরুহ নয় বরং সুন্নত।

Scanned by CamScanner

পাঁচদিন রোজা রাখা হারাম ঃ- ঈদুল ফেতরের দিন ও বকরাঈদের ১০,১১,১২,১৩, তারিখে রোজা রাখা হারাম।

তাহতাবী ৩৮৭ পৃঃ দুর্রে মুখতার ২য় খন্ড ৮৩ পৃষ্ঠা)

=ঃ) ঈদুল ফিতরের নামাজ (ঃ=

ঈদুল ফিতরের নামাজের সময় সওয়াল চাঁদের ১ম তারিখের সূর্য্যদয়ের পর হতে ঠিক দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত। ঈদুল ফিতরের নামাজ ২ রাকায়াত ওয়াজিব ছয় তাকবীরের সহিত প্রকাশ্য ক্বেরাত সহকারে পড়তে হয়। উক্ত তারিখে সকালে গোসল করে উত্তম পোষাক পরিধান করে কিছু মিষ্টান্ন দ্রব্য খেয়ে সাদকায়ে ফিতর আদায় করে মৃদুস্বরে তাকবীর পাঠ করতে করতে ঈদগাহ ময়দানে উপস্থিত হবে।

=ঃ) ঈদুল ফিতরের নামাজের নিয়ত (ঃ=

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ

تَكْبِيْرَاتِ زَائِدَاتٍ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ

الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকাআতায় সালাতি ঈদুল ফিত্‌রে মা'আ সিত্তাতে তাকবীরাতিন ওয়াজিবিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

Scanned by CamScanner

=ঃ) ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়ার নিয়ম (ঃ=

নিয়ত ও তাকবীর তাহরীমার পর সানা পড়ে পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ছেড়ে দিবে। আবার কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ছেড়ে দিবে। পুনরায় কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে

আল্লাহু আকবার বলে তাহরীমা বাঁধবে। তারপর আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লা পাঠ করে উচ্চ স্বরে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করবে। তারপর রুকু সাজদা করে দ্বিতীয় রাকাযাতের জন্য দাঁড়াবে এবং প্রথম রাকায়াতের মতই সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করে রুকুর পূর্বে তিনবার পূর্বের ন্যায় কান পর্যন্ত আল্লাহু আকবার বলে হাত উঠিয়ে এবং তার পরে ছেড়ে দিবে। ৪র্থ বার আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবে। তারপর নামাজের বাকী রুকুণগুলি আদায় করে নামাজ শেষ করবে। নামাজ শেষে ইমাম দুটি খোতবা পড়বেন। মুক্তাদিগণ নিরবে খোতবা শ্রবন করবে।

মসলা ঃ-চুল, নখ কাটা, গোসল করা, দাঁতন করা, উত্তম কাপড় পরিধান করা, খোসবু ব্যবহার করা, মহল্লার মসজিদে ফজরের নামাজ পড়া, ঈদগাহে দ্রুত যাওয়া, নামাজের পূর্বে সাদকায়ে ফিতর আদায় করা, ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে মিষ্টান্ন দ্রব্য খাওয়া নামাজের পর মুসাফা ও মুয়ানাকা করা ঈদের দিনে উল্লিখিত কর্মগুলি মুস্তাহাব।

Scanned by CamScanner

ঈদুল আযহার বিবরণ

পবিত্র জিলহজ্ব মাসের ১০ তারিখে মুসলমানগণ যে ঈদ উৎসব পালন করেন তাকেই ঈদুল আযহা বলে। ঈদুল ফিতরের নামাজের মত ঈদুল আযহার নামাজও ওয়াজেব। বিনা কারণে এই নামাজদ্বয় পরিত্যাগ করা কঠিন গুনাহ। ঈদুল ফিতর নামাজ পড়ার নিয়ম অনুসারেই ঈদুল আযহার নামাজ পড়তে হয়। তবে কিছু বিষয়ের পার্থক্য আছে। যেমন-ঈদুল আযহার দিন মুস্তাহাব যে নামাজের পূর্বে কিছু না খাওয়া, ঈদুল ফিতরের নামাজ কোন কারণ বশতঃ দ্বিতীয় দিন পড়া যেতে পারে। আর ঈদুল আযহার নামাজ ১২০,১১,১২ তারিখ পর্যন্ত পড়িতে পারে। (দুররে মুখতার ১ম খন্ড ৫৬২ পৃষ্ঠা)

=ঃ) ঈদুল আযহা নামাজের নিয়ত (ঃ=

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِالْاَضْحٰى مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتِ زَائِدَاتٍ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকাআতায় সালাতি ঈদুল আযহা মা'আ সিত্তাতে তাকবীরাতিন যায়িজাতিন ওয়াজিবিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

Scanned by CamScanner

=ঃ) তাকবীরে তাশরীক (ঃ=

৯ই জিলহজ্জের ফজর নামাজ হইতে ১৩ই জিলহজ্জের আসর পর্যন্ত প্রত্যেক পাঁচ ওয়াক্ত জামায়াত সহকারে নামাজ আদায়ের পর একবার জোরে তাকবীর পড়া ওয়াজিব এবং তিনবার পড়া উত্তম।

=ঃ) তাকবীর (ঃ=

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ . لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ .

তাকবীর- আল্লাহু আকবর-আল্লাহু আকবর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর-আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ—

মসলা ঃ-মহিলাদের উপর তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব নয়। মসলা ঃ-নফল, সুন্নত ও বিতরের পর তাকবীর বলা ওয়াজিব নয়। কিন্তু জামায়ার নামাজের পর পড়া ওয়াজিব। ঈদের নামাজের পরও পড়বে। মসলা ঃ-ইমাম ভুলে গেলেও মুক্তাদীগণ পাঠ করবে (বাহারে শরীয়ত)

=ঃ কোরবানী (ঃ=

প্রত্যেক মালেকে নিসাব পুরুষ অথবা নারী প্রত্যেক বৎসর কোরবানী করা ওয়াজিব। ইহা আর্থিক ইবাদত। নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহর জন্য সওয়াবের উদ্দেশ্যে জবেহ করাকে কোরবানী বলে।

Scanned by CamScanner

মালিকে নেসাব ঃ-যে ব্যক্তির নিকট ৫১ ½ ভরিচাঁদি অথবা ৭2½ ভরি সোনা অথবা তাদের মধ্যে কোন একটি বিষয়ের মূল্য অথবা ঐ পরিমাণ ব্যবসায়িক মালপত্র সংসারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকে তাকে মালিকে নেসাব বলে।

কোরবানীর সময় ঃ ১০ই জিলহজ্জ হতে ১২ তারিখের সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তবে ১০ই তারিখে কোরবানী করা উত্তম।

মসলা ঃ প্রত্যেক মালেকে নেসাবের পক্ষ হতে একটি ছাগল অথবা ভেঁড়া জবেহ করা অথবা উট, গরু , মহিষ সাত ভাগের এক ভাগ জবেহ করা ওয়াজিব। কমপক্ষে দুম্বা, ছাগল, ভেঁড়া এক বৎসরের, গরু, মহিষ ২ বৎসর, এবং উট ৫ বৎসর হওয়া জরুরী। ইহার কম বয়সী পশু কোরবানী করা না জায়েজ। তবে দুম্বা অথবা ভেঁড়া ৬ মাসের বাচ্চা যদি দেখতে এক বৎসরের মত মনে হয় তবে তা জায়েজ। ইহা অতিরিক্ত বয়সের দেওয়া জায়েজ।

মসলা ঃ বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মানুষের কোবানীর খাল বা খালের টাকা দ্বীনি মাদ্রাসায় দান করে ইহা জায়েজ। (আলমগিরী)

মসলা ঃ কোরবানীর গোস্ত অথবা চামড়া কসাই বা জবেহকারীকে মজুরী হিসাবে দেওয়া জায়েজ নয়। তবে আত্মীয় ও বন্ধু হিসাবে নিজ অংশ থেকে হাদিয়া স্বরূপ দেওয়া জায়েজ।

মসলা ঃ কোরবানীর গোস্ত কাফেরকে দেওয়া জায়েজ নয়।

(কানুনে শরীয়ত ১ম খন্ড ১৬৫ পৃষ্ঠা)

Scanned by CamScanner

=ঃ) মহিলাদের ঈদ ও বকরাঈদের নামাজ (ঃ=

মহিলাদের জন্য ঈদ ও বকরাঈদের নামাজ জায়েজ নয়। এ জন্য যে ঈদগাহতে পুরুষদের সাথে একত্রে মিলন হয়। এই কারণেই মহিলাদের কোন নামাজের জামায়াতে উপস্থিত হওয়া জায়েজ নয়। দিনের নামাজ হউক অথবা রাত্রের, জুময়ার হউক অথবা ঈদ, বকরাঈদ, যুবতী হউক বা বৃদ্ধা (দুর্রে মুখতার) যদি কেবলমাত্র মহিলাগণই জামায়াত করে তবুও ইহা না জায়েজ এই জন্য যে কেবলমাত্র মহিলাদের জামায়াত মাকরুহ তাহরিমী। (ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী ১ম খন্ড ৮০ পৃষ্ঠা) যদি ঈদ, বকরাঈদ বা জুময়া মহিলাগণ একাকী পড়ে তবুও না জায়েজ। এই জন্য যে উল্লিখিত নামাজের জন্য জামায়াত শর্ত। তবে মহিলাগণ ঐ দিন নিজ বাড়িতে একাকী নফল নামাজ পড়বে ইহা সওয়াব ও বরকতের কর্ম। (আনওয়ারুল হাদীস ২১৪ পৃষ্ঠা)

=ঃ) আকিকা (ঃ=

সন্তান জন্মগ্রহণ করার শুকরিয়া আদায় করতে যে পশু জবেহ করা হয় তাকে আকিকা বলে। আকিকা দেওয়া মুস্তাহাব। ইহার জন্য জন্মের সাত দিনের দিন দেওয়া ভাল। যদি সাত দিনের দিন দিতে না পারে তবে যখন সম্ভব হবে দিবে ইহাতে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

Scanned by CamScanner

পুত্র সন্তানদের জন্য দুটি ছাগল এবং কন্যা সন্তানদের জন্য একটি ছাগল আকিকা করবে। ছেলের জন্য নর এবং কন্যার জন্য মাদা দেওয়া ভাল তবে ইহার বিপরীতও জায়েজ। যদি পুত্র সন্তানের জন্য দুটি দেওয়া সম্ভব না হয় তবে একটি দেওয়াতে কোন ক্ষতি নাই।

=ঃ) আকিকার দোয়া (ঃ=

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ ابْنِىْ فُلَانٍ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا
بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا
بِشَعْرِهٖ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِّابْنِىْ مِنَ النَّارِ بِسْمِ اللّٰهِ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ ه

উচ্চারণ ঃ–আল্লাহুম্মাহাজিহি অক্বীকাতুব্‌নি ফলানিন্ দা-মুহা বিদামিহী উয়া লাহমুহা লাহমিহী উয়া আজমুহা বি আজমিহী উয়া জিলদুহা বি বিজিলদিহী উয়া শারুহা বিশারিহী আল্লাহুম্মাজ্ আলহা ফিদা-আ-লি-ঈবনি মিনা ন্নারি বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

Scanned by CamScanner

অর্থ ঃ-হে আল্লাহ ! আমি অমুকের আক্কিকা করছি, এর রক্ত তার রক্ত, এর মাংস তার মাংস এর অস্থি তার অস্থি, এর চর্ম তার চর্ম, এর লোম তার লোম স্বরূপ। আমার পুত্রের পরিবর্তে তুমি একে কবুল করে তাকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর। আল্লাহ তোমার নামে মুরা করছি। আল্লাহ সুমহান।

মসলা ঃ কোরবানীর পশুতে আকিকার অংশ দেওয়া জায়েজ। নেক ফালীর জন্য হাড় চুর্ণ না করা ভাল। তবে চূর্ণ করা না জায়েজ নয়।

মসলা ঃ আকিকার গোস্ত মা, বাবা, দাদা, দাদী, নানা, নানী সকলেই খেতে পারবে।

মসলা ঃ কোরবানীর পশুর বয়সের সমান আকিকার পশুর বয়স হওয়া জরুরী। আকিকার পশুর চামড়ার কোরবানীর মত একই হুকুম। (কানুনে শরীয়ত ১ম খন্ড ১৬৭পৃষ্ঠা)

বিঃ দ্রঃ—নিজে যদি জবেহ করে তবে ইবনে ফোলার বা বিনতে ফোলার স্থানে নিজ সন্তানের নাম নিবে। আর অন্য কেহ যদি জবেহ করে তবে সন্তান ও তার পিতার নাম নিবে।

যদি কন্যা সন্তান হয় তবে দোয়ার মধ্যে "হু" এর স্থলে "হা" পড়তে হবে।

Scanned by CamScanner

=ঃ) মাসবুকের নামাজ (ঃ=

যে ব্যক্তি একাকী নামাজ পড়ে তাকে মুন ফারিদ বলে। আর যে ব্যক্তি জামায়াতের ঐ সময় সামিল হয় যখন ইমাম কিছু রাকায়াত পড়ে নিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ইমামের সঙ্গে থাকে তাকে মাসবুক বলে। যেমন কোন ব্যক্তি ফজরের নামাজে ইমামকে দ্বিতীয় রাকায়াতে পাইল তখন সে নিয়ত করে নামাজে সামিল হবে কিন্তু সানা বা তাউজ তাসমিয়া পড়বে না বরং ইমামের অনুসরণ করবে।ইমাম যখন সালাম ফিরাবে সে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে সালাম না ফিরিয়ে উঠে দাঁড়াবে তারপর সানা, তাউজ, তাসমিয়া পড়ে সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা বা আয়াত পাঠ করে রুকু সাজদা আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ, দোয়া মাসুরা পাঠ করে নামাজ সমাপ্ত করবে। আর যদি জোহর, আসর, এশার নামাজে ৪র্থ রাকায়াত ইমামের সঙ্গে পায় তবে ইমামের সঙ্গে সালাম ফিরানোর পরে দাঁড়িয়ে এক রাকায়াত সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করে বৈঠক করবে।

তারপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকায়াতেও সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলাবে কিন্তু বৈঠক করবে না তারপর দাঁড়িয়ে শেষ রাকায়াত কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করে শেষ বৈঠক করে নামাজ শেষ করবে।

Scanned by CamScanner

=ঃ) জানাযার নামাজ (ঃ=

জানাযার নামাজ ফরজে কেফায়া। কোন এক ব্যক্তি যদি পড়ে তবে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আর যদি কেউ না পড়ে তবে যাদের নিকট খবর পৌঁছেছিল সকলেই গোনাহগার হবে। ইহার ফরজকে অস্বীকারকারী কাফের। (কানুনে শরীয়ত ১ম খন্ড ১২৭ পৃষ্ঠা)

ইহার জন্য জামায়াত শর্ত নয় একজন ব্যক্তিও যদি পড়ে নেয় ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

জানাযার নামাজ পড়ার নিয়ত ঃ–জানাযার নামাজের নিয়ত করে আল্লাহু আকবার বলে দুই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে নাভির নীচে হাত বাঁধবে তারপর সানা পড়বে।

=ঃ) নিয়ত (ঃ=

نَوَيْتُ اَنْ اُوَدِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ الثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ ঃ- নাওয়াইতু আন্ উয়াদ্দিয়া লিল্লাহি তাআ'লা আরবায়া তাকবীরাতি সালাতিল জানাযাতি ফারযিল কিফায়াতি আসসানাউ লিল্লাহি তায়ালা ওয়াসলাতু আলান্নাবীয়ে ওয়াদ্দোআউ লিহাযাল মাইয়্যিতি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা-জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি - আল্লাহু আকবার।

Scanned by CamScanner

যদি মৃত ব্যক্তি স্ত্রীলোক হয় তবে "লিহাজাল মাইয়িতি" এর স্থানে "লি হাজিহিল মাইয়িতি" বলবে এবং মুক্তাদীগণ উক্ত শব্দের পর "ইকতাদাই তু-বিহাজাল ইমাম" বলবে। তারপর সকলেই সানা পাঠ করবে।

–ঃ সানা ঃ–

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى

جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَ لَآاِلٰهَ غَيْرُكَ .

উচ্চারণ ঃ- সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারা কাসমুকা ওয়া তা'য়ালা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

তারপর হাত না উঠিয়ে তাকবীর বলে দরুদে ইব্রাহিম পাঠ করবে । অতঃপর হাত না উঠিয়ে তৃতীয় তাকবীর বলবে এবং সবালক স্ত্রী বা পুরুষ সকলের জন্য দোয়া পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا

وَكَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ اُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّافَاَحْيِهٖ

عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّافَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ

উচ্চারণ ঃ- আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা,

Scanned by CamScanner

আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফাআহয়িহী আলাল ইসলামি, ওয়া মান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আলাল ঈমান।

অতঃপর তৃতীয় তাকবীর পাঠ করে হাত ছেড়ে দিয়ে ডানে বামে সালাম ফিরাবে।

যদি নাবালক ছেলে বা পাগলের জানাযা হয় তবে তৃতীয় তাকবীরের পর এই দোয়া পাঠ করবে (যদি সাবালক হওয়ার পূবে পাগল হয়)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَآ اَجْرًا وَّ

ذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا

উচ্চারণ ঃ- আল্লাহুম্মাজ আলহু লানা ফারাতাও ওয়াজ আলহু লানা আজরাও ওয়া যুখরাওঁ ওয়াজ আলহু লানা শাফিআওঁ ওয়া মুশাফফাআ।

মুরদা নাবালেগা মেয়ে হলে এই দোয়া পড়বে ঃ–আল্লাহুম্মাজ আলহা লানা ফারাতাও ওয়াজ আলহা লানা আজরাও ওয়া যুখরাওঁ ওয়াজ আলহা লানা শাফিআতাওঁ ওয়া মুশাফফাআতাঁন।

মসলা ঃ- জানাজার নামাজে ইমাম হওয়ার হক সর্ব প্রথম ইসলামী বাদশাহ তারপর কাজী, তারপর জুময়া মাসজিদের ইমাম, তারপর মহল্লার ইমাম, তারপর ওলি। (দুর্রে মুখতার)

মসলা ঃ- তাকবীর ও সালাম ইমাম জোরে বলবে এবং বাকী সব নীরবে পাঠ করবে। মুক্তাদীগণ সবই নীরবে পড়বে।

Scanned by CamScanner

মসলা ঃ- জানাযার ফরজ দুটি ১) চার তাকবীর ২) কিয়াম (দাঁড়ান) সুন্নতে মুয়াক্কাদা তিনটি ১) সানা পড়া ২) দরুদ শরীফ, ৩) মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া । (কানুনে শরীয়ত ১২৭ পৃষ্ঠা) মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় এই দোয়া পাঠ করবে-

উচ্চারণ ঃ-বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহে।

মসলা ঃ- মৃত ব্যক্তিকে ডান দিকে কাত করে কেবলার দিকে মুখ করে রাখবে। (কানুনে শরীয়ত ১২৭ পৃষ্ঠা)

মাটি দেওয়া দোয়া ঃ-

পাটাতন দেওয়ার পরমাটি দিবে। মুস্তাহাব নিয়ম হচ্ছে মাথার দিক হতে দুই হাতে তিনবার মাটি দেওয়া। ১মবার বলবে- مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ (মিনহা খালাকনাকুম) দ্বিতীয় বার বলবে- وَفِيْهَا نُعِيْدُ كُمْ (ওয়া ফিহা নুয়িদুকুম) তারপর তৃতীয়বার বলবে. وَمِنْهَا نَخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى (ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা) মানুষের মাটি দেওয়ার পর প্রয়োজনে হাত, কোদাল, খুরপী দিয়ে মাটি দিবে (বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ১৫৮ পৃঃ)

মসলা ঃ- মৃত ব্যক্তিকে এমন কবর স্থানে দাফন করা ভাল যেখানে নেক ব্যক্তিদের কবর আছে।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী ১ম খন্ড ১৫৬ পৃষ্ঠা)

মসলা ঃ- উলামা মাসায়েখ ও ওলি আউলিয়াগণের কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করাতে কোন ক্ষতি নাই। ভিতর হতে পাকা যে না করা হয়। ভিতর কাঁচা হলে উপর পাকা করতে কোন ক্ষতি নাই।

Scanned by CamScanner

মসলা ঃ- বোখারী শরীফ ১ম খন্ড "কিতাবুল ওজু" তে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদীস বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দুটি কবরে আযাব হওয়ার কারণে তাজা খেজুরের ডাল গেঁড়ে দিয়েছিলেন। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় নুজহাতুল কারীর ২য় খন্ড ১০৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে কবরের উপর তাজা ডাল ও ফুল রাখা মুস্তাহাব। কবরের উপর ডাল বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দেয়। কিন্তু কমপক্ষে একখানা খেজুরের ডাল সিনার উপর দেওয়া মুস্তাহাব।

মসলা ঃ- কবরে সাজারা ও আহাদ নামা রাখা জায়েজ। মাইয়াতের মুখের দিকে কেবলার দিকে তাক করে রাখবে।

মসলা ঃ- আউলিয়া কেরামগণের মর্যাদা প্রকাশের জন্য মাজারের উপর চাঁদর দেওয়া, ফুল দেওয়া, মাজারের নিকট আলোর ব্যবস্থা করা জায়েজ (রুদ্দুল মুহতার)

মসলা ঃ- মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তালকিন করা আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের নিকট জায়েজ।

মসলা ঃ- দাফনের পর মৃত ব্যক্তির মাথার দিকে দাঁড়িয়ে আজান দেওয়া জায়েজ, মুস্তাহাসান। (ফাতাওয়ায়ে শামী ২য় খন্ড ৫০ পৃষ্ঠা)

মসলা ঃ- দাফনের পর কবরের নিকট দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার শুরু থেকে মুফলিহুন পর্যন্ত মাথার দিকে এবং পায়ের দিকে আমানার রাসুল হতে শেষ পর্যন্ত পড়া মুস্তাহাব। (নিজামে শরীয়ত ৩৫৮ পৃষ্ঠা)

Scanned by CamScanner

=) জিয়ারতে কবর (=

কবর জিয়ারতে যাওয়া সুন্নত। প্রতি সপ্তাহে একবার জিয়ারত করবে শুক্রবার,বৃহস্পতিবার, শনিবার, সোমবার দিন ভাল। তার মধ্যে শুক্রবারের সকাল সর্বাপেক্ষা উত্তম। আওলিয়া কেরামগণের মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ। আউলিয়াগণ জিয়ারত কারীদের উপকার করে থাকেন। মহিলাগণের কবর জিয়ারতে যাওয়ার নিষেধ করাতেই নিরাপদ। আউলিয়ায়ে কেরামগণের মাজার জিয়ারতে মহিলাদের যাওয়া না জায়েজ। মসলা ঃ- আউলিয়া কেরামগণের মাজারে সাজদা করা হারাম। চুমা দেওয়া, মাজারের সামনে মাথা নত করা বা হাত ফিরানো নিষেধ। (আনওয়ারুল হাদীস)

=) কবর জিয়ারত করার নিয়ম (=

পায়ের দিক হতে গিয়ে কেবলার দিকে পিঠ করে মৃত ব্যক্তির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সালাম দিবে। তারপর তিন বা পাঁচ বা সাত বা এগারো বার দরুদ শরীফ পড়বে তারপর যতটা সম্ভব কোরআন মাজীদের সূরা বা আয়াত পাঠ করবে। যেমন সূরা বাকারা, সূরা ইয়াসিন, সূরা মূলক এবং চার কুল ও আয়াতুল কুরসী শেষে দরুদ শরীফ পড়ে সমস্ত সওয়াব মৃত ব্যক্তিকে পোঁছাবে। তিন, সাত বা এগারো বার সূরা এখলাস ও পড়তে পারবে। (আনওয়ারুল হাদীস)

=) ইসালে সওয়াব (=

নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, সাদকা, খয়রাত, প্রত্যেক প্রকারের

Scanned by CamScanner

ইবাদত এবং প্রত্যেক নেক কর্ম যথা ফরজ নফল এর সওয়াব মৃত ব্যক্তিকে পোঁছাতে পারে তাদের নিকট পোঁছাবে কিন্তু পৌছানো ব্যক্তি সওয়াবে কোন কম হবে না। আল্লাহ তায়ালার দয়া সকলেই সমান পাবে। মৃত ব্যক্তির দাফন করার পর তিজা, চাহরাম বা চল্লিশা, বা বাৎসরিক মৃত্যু দিবসে যে কুলখানী, কোরআন খানী, কলেমাখানী ও মিলাদ মাহফিল ও দোয়া খায়েরের ব্যবস্থা করা হয় তা জায়েজ এবং মৃত ব্যক্তির আত্মার জন্য পোঁছানো জায়েজ। (ফাতাওয়ায়ে রাজাবীয়া)

=) কাজা নামাজ (=

যে ওয়াক্তের যে নামাজ সেই ওয়াক্ত অতীত হলেই নামাজ কাজা হয়ে যায়। বিনা শারীহ কারণে নামাজ কাজা করা কঠিন গোনাহ। তার প্রতি ফরজ অতি তাড়াতাড়ি নামাজের কাজা আদায় করা এবং আন্তরিকতার সহিত তৌবা করা। কাজা নামাজের জন্য কোন নিদৃষ্ট সময় নাই। ফরজের কাজা আদায় করা ফরজ, বেতরের কাজা আদায় করা ওয়াজেব।

কাজা নামাজের নিয়ত করার সময় নিদৃষ্ট করে মনে মনে বলবে যে অমুক দিনের অমুক ওয়াক্তের কাজা নামাজ পড়ছি। যেমন শুক্রবারের ফজরের কাজা নামাজ পড়ছি এ রূপ নিয়ত করবে। কাজা নামাজ নফল নামাজ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। যে সময় নফল পড়ে নফল ত্যাগকরে তার পরিবর্তে সাবালক হওয়ার পর হতে যতদিনের নামাজ কাজা আছে সেগুলি প্রতি ওয়াক্তে আদায় করবে। কাজা আদায়ের পর নফল আদায় করবে।

Scanned by CamScanner

=) তাহাজ্জুদ নামাজ (=

এশার নামাজ পড়ার পর ঘুমিয়ে থেকে উঠার পর হতে সোবেহ সাদেক এর পূর্ব পর্যন্ত তাহাজ্জুদ নামাজের সময়। এই নামাজ সুন্নত। ইহা সুন্নতের নিয়তে পড়া হয়। কমপক্ষে দুই রাকায়াত অতিরিক্ত আট রাকায়াত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমাণিত। হাদীস শরীফে এই নামাজের অনেক ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। (সিয়াহ সিত্তাহ)

=) তাহাজ্জুদ নামাজের নিয়ত (=

উচ্চারণ ঃ- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকাআ'তাই সালাতিত তাহাজ্জুদি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়ায্ যিহান ইলা-যিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

=) ইশরাকের নামাজ (=

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামায়াত সহকারে পড়ার পর আল্লাহ পাকের জিকরে রত থাকবে এবং যখন সূর্য্য উঁচু হয়ে যাবে অর্থাৎ সূর্য্য উদিত হওয়ার ২০ মিনিট পর দুই রাকায়াত নফল নামাজ পড়বে। ইহাই ইশরাক নামাজ। ইহাতে পূর্ণ এক হজ্জ্ব ও এক ওমরা হজ্জের সওয়াব পাবে। (তিরমিজি ১ম খন্ড ৭৬ পৃষ্ঠা)

=) চাশ্তের নামাজ (=

চাশতের নামাজ কমপক্ষে দুই রাকায়াত এবং অতিরিক্ত ১২ রাকায়াত। ১২ রাকায়াত উত্তম। হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকায়াত

Scanned by CamScanner

নামাজ সর্বদা পড়তে থাকবে তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে যদি ও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনার সমান হয়। হাদীস পাকে আরও বর্নিত আছে যে ব্যক্তি চাশতের ১২ রাকায়াত নামাজ আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে সোনার মহল তৈরী করা হবে।

ইহার সময় সূর্য্য উঁচু হওয়ার পর হতে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত। সব থেকে ভাল দিনের ১/৪ অংশের পর পড়া।

=) সফরের নামাজ (=

সফরের নামাজ দুই রাকায়াত নামাজ বাড়িতে পড়ে বাড়ি হতে বের হবে এই নামাজকে সফরের নামাজ বলে। হাদীস শরীফে বর্ণিত যে কোন ব্যক্তির নিজ পরিবার বর্গের নিকট ইহা অপেক্ষা ভাল দ্রব্য রাখল না।

=) সফর থেকে ফিরে নামাজ (=

সফর থেকে ফিরে আসার পর মাসজিদে দুই রাকায়াত নামাজ আদায় করবে।

=) আওওয়াবীন নামাজ (=

মাগরীব ও এশার মধ্যবর্তী সময় আওওয়াবীন নামাজের নিদৃষ্ট সময়। দুই রাকায়াত করে ছয় রাকায়াত নামাজ পড়তে হয়। হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকায়াত নামাজ পড়বে এবং ইহার মধ্যে কোন খারাপ কথা বলবে না সে ব্যক্তি বারো বৎসরের সওয়াব পাবে।

Scanned by CamScanner

=) ইস্তেস্কার নামাজ (=

দোয়া ও ইস্তেগফার এর নাম ইস্তেস্কা। এই নামাজ জামায়াতের সহিত আদায় করতে হয়। কিন্তু জামায়াত ইহার জন্য সুন্নত নয়। জামায়াতেও পড়তে পারে আবার একাকীও পড়তে পারে। ইস্তেস্কার জন্য পুরাতন তালি মারা কাপড় পরিধান করে নম্র ভাবে একাগ্রতার সহিত খালি মাথায় খালি পায়ে ময়দানে যাবে। যাওয়ার পূর্বে তোবা ইস্তেগফার ও সাদকা করবে। ময়দানে গিয়ে গোনাহের জন্য প্রত্যেকে তোবা করবে। কারো কোন হক থাকলে আদায় করে নিবে। সাধারণতঃ গোনাহের কারণে বৃষ্টি বন্ধ হয়। অতঃপর ইমাম দুই রাকায়াত জাহরী কেরাতের সহিত নামাজ আদায় করবে। এবং উত্তম ইহাই ১ম রাকায়াতে "সাব্বিইসমা রাব্বিকা....." আর ২য় রাকায়াতে "হাল আতাকা....." সূরা পড়বে। নামাজের পরে মাটিতে দাঁড়িয়ে দুই খোতবা পড়বে এবং দুই খোতবার মধ্যে একবার বসবে। খোতবার মধ্যে দোয়া, তাসবীহ ও ইস্তেগফার যেন থাকে। খোতবার শেষে মানুষের দিকে পিঠ করে কাবার দিকে মুখ করে দোয়া করবে। ইহাই উত্তম দোয়া যা হাদীস পাকে বর্ণিত হয়েছে। দোয়া করার সময় হাত উঁচু এবং হাতের পিঠ আকাশের দিকে থাকবে।

=) নিয়ত (=

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকআতায় সালাতিল এস্তস্কায়ে সুন্নাতু রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়জ্জিহান ইলা-জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

Scanned by CamScanner

=) কসুফ নামাজ (=

আরবী ভাষায় সূর্য্য গ্রহণকে কসুফ বলা হয়। আজান ও ইকামত ছাড়া দুই রাকায়াত কসুফের নামাজ জামায়াত সহকারে পড়া মুস্তাহাব। এই নামাজ সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ইহাকে কসুফের নামাজ বলে। যদি জামায়াত সহকারে পড়ে খোতবা ছাড়া জুময়ার তামাম শর্ত ইহার শর্ত। যদি জামায়াত না হয় তবে একাকী ও পড়তে পারে বাড়িতে অথবা মাসজিদে। সূর্য্য গ্রহণের সময় এই নামাজ পড়তে হয় গ্রহণ ছাড়ার পরে নয়। নামাজের নিষিদ্ধ সময়ে যদি গ্রহণ লাগে তবে নামাজ না পড়ে দোয়া করতে থাকবে। কেরাত, রুকু ও সাজদা লম্বা করবে। (কানুনে শরীয়ত)

=) খসুফ নামাজ (=

খসুফ নামাজ চন্দ্র গ্রহণের সময় পড়তে হয়। এই নামাজ মুস্তাহাব। ইহাতে জামায়াত নাই একাকী পড়তে হয়। (নিজামে শরীয়ত)

=) তওবার নামাজ (=

হঠাৎ কোন গোনাহ হয়ে গেলে তখনই ওজু করে দুই রাকায়াত নামাজ পড়তে হয়। আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা হাদীস গ্রন্থে আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন যে যখন কোন বান্দা গোনাহ করে তারপর ওজু করে যদি এই নামাজ পড়ে এবং গোনাহের জন্য মাফ চাই তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর গোনাহকে মাফ করে দিবেন।

Scanned by CamScanner

=) নিয়ত (=

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকআতায় সালাতিত তওবাতি মুতাওয়জ্জিহান ইলা-জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

=) পীড়িত ব্যক্তি নামাজ (=

কোন রোগগ্রস্থ ব্যক্তি দাঁড়াতে না পারলে বসে নামাজ পড়বে। আর বসতে না পারলে ইশারায় নামাজ পড়বে। কিন্তু তাতেও অসমর্থ হলে পা দুখানা কেবলা মুখি করে চিৎ হয়ে শয়ন করে এবং মাথার ইশারায় রুকু সাজদা করবে। ইহাতে নামাজ আদায় হয়ে যাবে। পা যেন লম্বা না করে খাড়া করে রাখবে এবং বালিশ দিয়ে মাথা উঁচু করে রাখবে।

=) শবে বরাতের নামাজ (=

শাবান চাঁদের ১৪ই দিবাগত রাত্রে এই নামাজ পড়তে হয়। দুই রাকায়াত করে এই নামাজ পড়তে হয়। সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা পড়া যায় এবং যত রাকায়াত ইচ্ছা পড়া যায়। এই নামাজের ফজিলত অত্যান্ত বেশী। এই রাত্রে জিকর আজগার, কোরআন তেলাওয়াত এবং দরুদ শরীফ পাঠ করা অত্যান্ত নেকীর কর্ম, এই রাত্রি ভাগ্য বন্টনের রাত্রি, এই রাতে হায়াত মমত রিজক দৌলত, মান সম্মান পরবর্তী এক বৎসরের জন্য বণ্টন করা হয়।

=) নিয়ত (=

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকআতায় সালাতি লায়লাতিল বারাতি মুতাওয়জ্জিহান ইলা-জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

Scanned by CamScanner

মসলা ঃ- শবে বরাতের দিন যে হালুয়া রুটি তৈরী করা হয় ইহা জায়েজ এবং ইহার উপর ফাতিহা পড়াও জায়েজ। হালুয়া খাওয়া হাদীস পাক হতে প্রমানিত। হযরত আয়েষা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে বর্ণিত যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হালুয়া ও মধু খেতে খুব পছন্দ করতেন। (বোখারী শরীফ ২য় খন্ড ৮৩৭ পৃষ্ঠা, মেশকাত শরীফ ৩৬৪ পৃষ্ঠা)

=) শবে কদরের নামাজ (=

হযরত আয়েষা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে বর্ণিত যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে রমজান মাসের শেষ বিজোড় রাত্রিগুলিতে শবে কদর অনুসন্ধান করো। (বোখারী শরীফ) রমজান মাসে শেষ দশ তারিখের বিজোড় রাত্রিগুলি যেমন ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ তারিখের কোন রাত্রিতে শবে কদর হয়ে থাকে। ইমাম আযমের মতে ২৭শে রাত্রি শবে কদর। এই রাত্রে কোরআন তেলাওয়াত, দোয়ায়ে ইস্তেগফার, দরুদ শরীফ অতি মাত্রায় নফল নামাজ পড়া উচিৎ। এই রাত্রের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত হতেও উত্তম। এই শবে কদর রাতে সূরা ইখলাস সহকারে নফল নামাজ পড়ে তার পূর্ব ও পরের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। নফল যে ভাবে মনে করবে পড়তে পারে। শবে ক্বদর রাত্রে নফল নামাজ পড়ার নিয়ম–চার রাকায়াত নফল নামাজ এ ভাবে পড়বে যে প্রত্যেক রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ক্বদর তিনবার এবং সূরা এখলাস পঞ্চাশবার তবে আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল

Scanned by CamScanner

করবেন, অসীম নিয়ামত দান করবেন এবং সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। আবার যে ব্যক্তি শবে কদরের দুই রাকায়াত নামাজ এ বাবে পড়ে যে প্রত্যেক রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর সাতবার সূরা এখলাস পাঠ করবে। সালাম ফিরার পর সত্তরবার আসতাগফেরুল্লাহা ওয়া আতুবু ইলায়হি পাঠ করবে তবে তাকে এবং তার পিতা মাতাকে আল্লাহ মাফ করবেন।

এই রাত্রে যদি ২০ রাকায়াত নামাজ এভাবে পড়ে যে, প্রত্যেক রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর একুশবার সূরা ইখলাস পাঠ করে সে এই ভাবে গোনাহ হতে পাক হবে যেন এখনই ভূমিষ্ট হল।

শবে ক্বদর ইবাদতের রাত্রি এই রাত্রে ইবাদত করেই কাটাবে। (ফায়জানে সুন্নত)

=) শবে ক্বদর নামাজের নিয়ত (=

উচ্চারণ ঃ-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকআতাই সালাতি লায়লাতিল ক্বাদরি মুতাওয়জ্জিহান ইলা-জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অথবা শবে ক্বদরের দুই রাকায়াত নফল নামাজ পড়িতেছি বলিয়া নিয়ত করিবে।

=) মুসাফিরের নামাজ (=

শরীয়তে মুসাফির ঐ ব্যক্তিকে বলে যে তিন দিনের রাস্তা অর্থাৎ ৫৭ মাইল যাওয়ার জন্য নিজ বাসস্থান হতে বের হয়। সফর অবস্থায় চার রাকায়াত ফরজ নামাজে দুই রাকায়াত পড়বে ইহা আল্লাহ তায়ালার ইনয়াম। এই নামাজকে কসর বলে।

Scanned by CamScanner

তবে সফরে যাওয়ার পর ১৫ দিন অথবা তা অপেক্ষা বেশী থাকার নিয়ত করলে কসর পড়তে হবে না। মুসাফির যদি মুকিমের পিছনে নামাজ পড়ে তবে পূর্ণ নামাজই পড়তে হবে। আর মুকীম যদি মুসাফিরের পিছনে নামাজ পড়ে তবে মুসাফির দুই রাকায়াত নামাজ পড়ার পর সালাম ফিরালে বাকী নামাজ মুকীম একাকী পড়ে নিবে। এই নামাজে সূরা কেরাত পড়তে হবে না। বরং সূরা ফাতিহা পড়ার সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে রুকু সাজদা করে নামাজ সমাপ্ত করবে।

=) জাকাত (=

জাকাত ফরজ। ইহা অস্বীকারকারী কাফের। যে ব্যক্তি জাকাত আদায় করে না সে ফাসিক ও জাহান্নামী আর যে ব্যক্তি আদায় করাতে দেরী করে সে গোনাহগার তার স্বাক্ষী শরীয়তে গ্রহণ যোগ্য নয়। (আলমগিরী ১ম খন্ড ১৬০ পৃষ্ঠা)

কোরআন ও হাদীসে নামাজের মত জাকাত আদায় করার তাগিদ উল্লেখ হয়েছে। আদায় না করার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে আযাবের উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ এর সমূহের জন্য সমূহের এক অংশ শরীয়ত নিদৃষ্ট করেছে তা কোন ফকীর মিসকিনকে মালিক করে দেওয়াকে জাকাত বলে (কানুনে শরীয়ত)

জাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত সমূহ ঃ-১) মুসলমান হওয়া, ২) সাবালক হওয়া, ৩) জ্ঞানী হওয়া, ৪) স্বাধীন হওয়া, ৫) মালিকে নেসাব হওয়া, ৬) মালের সম্পূর্ণ মালিক হওয়া, ৭) ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া যেমন কারো নিকট ১৫ হাজার টাকা

Scanned by CamScanner

আছে, তার ঋণ ও আছে ১৫ হাজার টাকা তবে তার উপর জাকাত ফরজ নয়। তবে ঋণ পরিশোধ করার পর নিসাব পরিমান মাল থাকে তাকে জাকাত দিতে হবে। ৮) নেসাব (মূলধন) হাজাতে আসলিয়া হতে অতিরিক্ত হওয়া হাজাতে আসলিয়া অর্থাৎ মানুষের জীবন ধারনের জন্য যা সব প্রয়োজন যেমন বাসস্থান, কাপড়, ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদি। ৯) মালে নামী হওয়া অর্থাৎ বৃদ্ধি হওয়া মাল যেমন ব্যসায়িক মাল ও পালিত পশু। ১০) বৎসর অতিবাহিত হওয়া।

মালিকে নেসাব ঃ- সোনা ৭½ ভরি, চাঁদি ৭½ ভরি অথবা তার মূল্য যার নিকট থাকবে তার উপর প্রতি বৎসর হিসাব করে শতকরা ২½ টাকা হারে জাকাত দিতে হবে।

মসলা ঃ- সেভিংসে যে টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয় তার হিসাব করে জাকাত আদায় করতে হবে। ফিক্স ডিপোজিটে যে টাকা জমা রাখা হয় মেয়াদ পূর্ন হওয়ার পর জাকাত আদায় করা ওয়াজেব। L.I.C. তে জমাকৃত টাকারও জাকাত আদায় করতে হবে। মেয়াদ শেষে আদায করা ওয়াজেব ও প্রতি বৎসর আদায় করা জায়েজ। চাকুরী জীবিদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকারও প্রতি বৎসর হিসাব করে জাকাত আদায় করতে হবে।

জাকাতের হকদার ঃ- যে ব্যক্তিদের ওশর ও জাকাতের মাল দেওয়া জায়েজ তারা হলেন–১) মিসকিন ২) ফকীর ৩) ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি, ৪) মুসাফির, ৫) আমীল অর্থাৎ ইসলামিক বাদশাহ যাদের জাকাত ও ওশর আদায় করার জন্য নিযুক্ত করেন ৬) ফি সাবিলিল্লাহ যেমন মুজাহিদ।

Scanned by CamScanner

মসলা ঃ- মাদ্রাসার গরীব ছাত্রদের দেওয়া জায়েজ এবং বর্তমানে বিশেষ উপকারী। প্রত্যেক নেক কাজে খরচ করা ফি সাবিলিল্লাহ। দ্বীনি মাদ্রাসায় জাকাত ও ওশর যা নেওয়া হয় ইহাও জায়েজ তবে মাদ্রাসার কতৃপক্ষ হিলায়ে শারীহ করে মাদ্রাসায় ব্যবহার করবে। (কানুনে শরীয়ত, জান্নাতী জেওর)

বিঃ দ্রঃ— জাকাত ফেতরা ও ওশর দেওবন্দী, তাবলিগী ওহাবী অথবা তাদের প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হারাম কঠিন হারাম। যদি দেওয়া হয় তবে কখনই আদায় হবে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের তাওহীন করার জন্য মক্কা মদিনার উলামায়ে কেরামগণ তাদের কাফের ও মুরতাদের ফাতাওয়া প্রদান করেছেন।

(আনুয়ারুল হাদীস ২৫৫ পৃষ্ঠা)

=====ঃ হজ্জের বর্ণনা ঃ=====

হজ্জ ৯ই হিজরীতে ফরজ হয়েছে। নামাজ, জাকাত, রোজার মতই হজ্জও ইসলামের একটি স্তম্ভ। ইহার ফরজ অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমানিত। যে এই ফরজকে অস্বীকার করবে সে কাফের। উহা আদায় করাতে দেরী করা গোনাহ এবং উহা পরিত্যাগকারী ফাসেক ও জাহান্নামের আযাবের উপযুক্ত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআন মাজীদে বলেছেন–"ওয়া আতিম্মূল হাজ্জা ওয়াল ওমরাতা লিল্লাহি....." অর্থাৎ হজ্জ ও ওমরা আল্লাহর জন্য পূরা করো। হাদীস শরীফের মধ্যে হজ্জ ও ওমরার ফযিলত এবং সওয়াবের সম্পর্কে অনেক সূসংবাদ এসেছে। কিন্তু হজ্জ জীবনে একবার ফরজ।

Scanned by CamScanner

এক হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ করল এবং হজ্জের মধ্যে অশ্লীল বাক্য পাপকার্য্য করল না সে এ ভাবে গোনাহ হতে পাক পবিত্র হয়ে ফিরবে যে সে যেন মায়ের পেট হতে ভূমিষ্ট হল।

(মেশকাত শরীফ ১ম খন্ড ২২১ পৃষ্ঠা)

=====ঃ মদিনা শরীফের হাজিরী ঃ=====

পবিত্র হাদীস ঃ- হযরত ওমররাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–যে ব্যক্তি হজ্জ পালন করল আর আমার জিয়ারত করল না সে আমার প্রতি অত্যাচার করল। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–যে ব্যক্তি আমার কবর জিয়ারত করল সে ব্যক্তির জন্য আমার শাফায়াত করা ওয়াজিব। (বায়হাকী, দারে কুতনী)

মসলা ঃ–পবিত্র মাজার মোবারক জিয়ারত করা ওয়াজিবের নিকটবর্তী। হজ্জের জন্য গিয়ে সরকারে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর রওজা আনওয়ার জিয়ারত না করা বদবখতের চিহ্ন।

Scanned by CamScanner

বিঃদ্রঃ–বিশ্বাস করা জরুরী যে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বশরীরে হাকিকি অবস্থায় জীবিত আছেন যেমন দুনিয়া হতে ইন্তেকালের পূর্বে ছিলেন। তাঁর হায়াত ও ওফাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ইমাম মহম্মদ বিন হাজ্জ মাক্কী "মাদকালের" মধ্যে এবং ইমাম আহমদ কুসতালানী "মাওয়াহেবে লুদুন্নিয়ার মধ্যে বর্ণনা করেছেন–

সালাম পড়ার আদব ঃ–নুর নবীকে জিন্দা বিশ্বাস করে অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সঙ্গে কমপক্ষে চার হাত দূর হতে কেবলার দিকে পিঠ করে পবিত্র মাজারের দিকে মুখ করে নামাজের মত হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আদবের সথে একনিষ্ট মনে মধ্যম আওয়াজে স্বালাত ও সালাম পাঠ করবে।

আস্বলাতু ওয়াস সালামু আলায়কা ইয়া রাসুলাল্লাহ আস্বলাতু ওয়াস সালামু আলায়কা ইয়া হাবিবাল্লাহ আস্বলাতু ওয়াস সালামু আলায়কা ইয়া নাবীয়াল্লাহ, আসসালামু আলায়কা ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিবা ওয়া উম্মাতিকা আজমায়ীন। (জান্নাতী জেওর)

Scanned by CamScanner

=====ঃ ফাতিহা শরীফ পড়ার নিয়ম ঃ=====

প্রথমে কোরআন মাজীদ হতে কিছু তেলাওয়াত করবে। তারপর তিনবার দরুদ শরীফ পড়বে, তারপর সূরা কাফেরুন ১বার, তারপর সূরা ইখলাস তিনবার, তারপর সূরা ফালাক ও নাস একবার পাঠ করবে। তারপর সূরা ফাতিহা একবার এবং সূরা বাকারার মফলিহুন পর্যন্ত পাঠ করবে, তারপর পড়বে–

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ . اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ . وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ . مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا . اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ . يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا .

তারপর তিনবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে। ইহার পর নায়াত শরীফ হতে কিছু পাঠ করে আরবী অথবা উর্দূ বা বাংলায় নবীপাকের তাওয়াল্লুদ শরীফ পাঠ করবে। তারপর দাঁড়িয়ে আদব সহকারে সালাম পাঠ করবে।

Scanned by CamScanner

=====ঃ সালাম ঃ=====

ইয়া নবী সালাম আলায়কা, ইয়া রাসুল সালাম আলায়কা, ইয়া হাবিব সালাম আলায়কা স্বালাওয়াতুল্লাহ আলায়কা।

আসসালাম - আয়ে তাজওয়ালে–দোজাঁহাকে রাজ ওয়ালে আসিউঁ কি লাজওয়ালে–আয়ে মেরে মেরাজ ওয়ালে, ইয়া নবী সালাম আলায়কা.....

কাশ হাসিল হো হুজুরী–দূর হো জায়ে এ দূরী দেখলু ওহ্ শাকলে নুরী–দিল কি হাসরাত হো পুরী। ইয়া নবী সালাম আলায়কা.....

নাবীজীর পিতা আব্দুল্লাহ, নাবীজীর মাতা আমিনা, নাবীজীর দুধমা হালিমা, নাবিজীর রওজা মদিনায়। ইয়া নবী সালাম আলায়কা.....

বিংশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা বেরলবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির লিখিত সালাম–মোস্তফা জানে রাহমাতপে লাখুঁ সালাম, শাময়ে বাজমে হিদায়াত পে লাখুঁ সালাম ও পড়তে পারে।

ইহার পর আল্লাহ পাকের দরবারে হাত উঠিয়ে দোয়া করবে। দোয়ার মধ্যে অবশ্যই দরুদ শরীফ পাঠ করবে।

Scanned by CamScanner

====ঃ পাঁচ ওয়াক্ত ও অন্যান্য নামাজের রাকায়াত সংখ্যা ঃ====

নামাজের নাম	ফরযের পূর্বে সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা	ফরযের পূর্বে সুন্নতে মোয়াক্কাদা	ফরয	ফরযের পরে সুন্নতে মোয়াক্কাদা	নফল	ওয়াজিব	নফল	মোট রাকায়াত
ফজর	০	২	২	০	০	০	০	৪
যোহর	০	৪	৪	২	২	০	০	১২
আসর	৪	০	৪	০	০	০	০	৮
মাগরিব	০	০	৩	২	২	০	০	৭
এশা	৪	০	৪	২	২	৩ বিতর	২	১৭
জুমআ	০	৪	২	৪/২	২	০	০	১৪
অন্যান্য নামাজ	তারাবীহ	২০	ঈদুল ফিতর ও আযহা			২		
	চাশত ৪	ইশরাক ৪	আউওয়াবিন ৬	তাহাজ্জুদ ১২ সব নফল				

Sunniduniya. in
Pdf By Nekbor Ali

Scanned by CamScanner

জালসা ও মিলাদ শরীফে প্রচলিত

==ঃ দরুদ শরীফ ঃ==

محمد نیکبر علی رضوی

আল্লাহুম্মা স্বল্লেয়ালা সাইয়েদেনা মাওলানা মুহাম্মাদ
ওয়া আলা আলে সাইয়েদেনা মাওলানা মুহাম্মাদ
স্বল্লেয়ালা মুহাম্মাদিন স্বল্লেয়ালা মুহাম্মাদ
হরদম জবান সে নিকালো পাক নামে মুহাম্মাদ

PDF NEKBOR ALI

Scanned by CamScanner

আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের
আকিদাবলী জানতে অবশ্যই গ্রাহক হোন

ত্রৈমাসিক

সুন্নী জগৎ

পত্রিকা

ধর্মকে জানতে, ঈমান বাঁচাতে নিজে
পড়ুন ও অপরকে পড়ান

MD.NEK BOR.ALI

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক- মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী
পোঃ নশীপুর বালাগাছী ঃ থানা–রানীতলা ঃ জেলা–মুর্শিদাবাদ
মোবাইল নং–৯৬৭৯৪৮৮৮০২

Scanned by CamScanner

সুন্নী
হানাফী নামাজ শিক্ষা

প্রাপ্তিস্থান

সাঈদ বুক ডিপো

মোঃ সাঈদুর রহমান আশরাফী

কালিয়াচক (নিউ মার্কেট) রুম নং-৫০, মালদহ

মোবাইল নং—9933494670

Scanned by CamScanner